প্রামাণ্য তথ্য

খুন রাঙা পথ

মোহাম্মদ এনামুল হোসাইন

ইতিহাস

বুজুর্গ উমেদ খাঁ

সাইফুদ্দিন আহাম্মাদ

ইতিহাস

Nawab Noor Uddin Muhammad BakerJung

Saifuddin Ahmed

জীবনী

Bashir Ahmed Sheikh E Bagha (R.)

Hussain Ahmed

The
Global Affairs

April, 2022 Ramadan Special

ASSAM Emergence of Islam and NRC Crisis

THE GLOBAL AFFAIRS

Click this icon for
our for our Webpage

For Objective news

- *Publish Video with Global Issue*
- *Web Portal News*
- *Offline Magazine Publish*

THE GLOBAL AFFAIRS

নিয়মিত আমাদের ভিডিও পেতে এখনই নিচের **ইউটিউব** বাটন ক্লিক করুন অথবা নিচে দেয়া সরাসরি লিংকে প্রবেশ করুন। আর **সাবস্ক্রাইব** করে আমাদের পাশে থাকুন। শেয়ার করুন আপনার পাশের মানুষকে।

তথ্য, তত্ত্ব ও জ্ঞানের বহুবিধ শাখায় বিচরণ করতে দ্য গ্লোবাল এফেয়ার্সের সাথেই থাকুন।

Click this icon for
our Facebook page

Click this icon for
our Youtube Chanel

www.theglobalaffairs.info
www.youtube.com/c/TheGlobalAffairs
www.facebook.com/GloballAffairs
globalaffairsbrand@gmail.com

সম্পাদকীয়

মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। মানুষ চিন্তা করে, ভাবে। মানব ভাবনার সূচনা ঘটে তথ্য থেকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য গড়ে তোলে মানুষের চিন্তার পাটাতন। এই তথ্য ও চিন্তার মিলনে জন্ম হয় তত্ত্বের, মতাদর্শের। মানুষ এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটায় ইহলোকে। তত্ত্বের মধ্যে ত্রুটি থাকলে সমস্যাজনক হয় ইহলোক, তথা সমগ্র মানব সভ্যতা। আর তত্ত্বের ত্রুটি বা সত্য থেকে বিচ্যুতি ঘটার অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে ভুল তথ্য। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ভুল তথ্য ভুল মতাদর্শের জন্ম দেয়, যার খেসারত আমাদের দিতে হয় একান্ত ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত।

তাই অসত্যের জঞ্জাল থেকে মুক্ত হতে দ্য গ্লোবাল এফেয়ার্স সঠিক তথ্যের নির্মোহ উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়ে আসছে। যাতে মানব জাতি ভুল তথ্য থেকে কোন বিষয়ে ভুল ধারণার বশীভূত না হয়। সংকীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ কোন মতাদর্শের গোলক ধাঁধায় আঁটকে না পড়ে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্র কেউ যাতে ভুল জানার কারণে ব্যক্তিগত, সামষ্টিক বা জাতীয় পরিমণ্ডলে ভুল সিদ্ধান্তে না পৌঁছায় সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে আসছে দ্য গ্লোবাল এফেয়ার্স। আমরা চাই সঠিক সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি ঐতিহাসিক চরিত্র ও সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে। যাতে অতীত থেকে শিক্ষা, সাহস ও উদ্দীপনা নিয়ে আগামীর পথ চলা মসৃণ করা যায়।

দ্য গ্লোবাল এফেয়ার্স চায় নানা ধারার মানুষের মুক্ত আলাপন। আমরা মনে করি পারস্পরিক আলাপ ও চিন্তার বোঝাপড়ার মাধ্যমে শুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। দ্য গ্লোবাল এফেয়ার্স জ্ঞানের বহুবিধ শাখার সাথে পরিচয় ঘটাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা এ লক্ষ্যে অনলাইনে একাধিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কাজ করে আসছি। এ পথে চলতে যেয়ে অগনন মানুষের অফুরান ভালোবাসা আমরা পাচ্ছি। সুধিজনদের পরামর্শে আমরা অফলাইনের পাঠকদের জন্য দ্য গ্লোবাল এফেয়ার্স ম্যাগাজিন প্রকাশের এ উদ্যোগ।

এ সংখ্যার শুরুতেই বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের ঐশী হাতিয়ার যাকাত নিয়ে আলোচনা করেছেন মুফতি শরীফ মুহাম্মদ সাইদ। বিশ্বের অন্যতম নিপীড়িত জনপদ চীনের দখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুর মুসলিমদের নিয়ে 'খুন রাঙা পথ' শিরোনামে লিখেছেন মোহাম্মদ এনামুল হোসাইন। এখানে উঠে এসেছে ধর্মহীন রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার পেছনের নৃশংসতা ও বর্বরতার ঘৃণিত উপাখ্যান। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের যে নিজস্ব ধর্মীয় ব্যঞ্জনা রয়েছে তা মনির আহমেদ মনির দেখিয়েছেন তাঁর 'সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্রের ধর্মবাসনা' প্রবন্ধে।

সুপার ফাস্ট ইন্টারনেট, সার্চ ইঞ্জিন সুবিধা ও সৃজনশীলতার যুগে মুখস্থ করে স্মৃতিতে সংরক্ষন করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন জগলুল আসাদ তাঁর 'স্মৃতিচর্চা: মনে রাখা ও মনে করা' প্রবন্ধে। দুইজন অনালোচিত মুসলিম বীর শাসকের বীরত্বগাঁথা সংগ্রামের ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়েছেন সাইফুদ্দিন আহাম্মদ তাঁর 'বুজুর্গ উমেদ খাঁ: চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধারের মহানায়ক' এবং 'Nawab Nooruddin Muhammad Baker Jung' প্রবন্ধে। আসামের মুসলিমদের আগমন ও আলোচিত সংশোধিত নাগরিক পঞ্জি নিয়ে 'Assam Emergence of Islam and NRC Crisis' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন সাইফুদ্দিন আহমেদ। সর্বশেষ আধ্যাত্মিক নগরী সিলেটের অন্যতম আধ্যাত্মিক পুরুষ ও বুজুর্গ শায়েখে বাঘা রহ. এর জীবন, সংগ্রাম ও সাধনা নিয়ে লিখেছেন হোসাইন আহমদ।

আশা করছি সম্মানিত পাঠকদের মধ্যে দ্য গ্লোবাল এফেয়ার্স-এর বর্তমান সংখ্যা আদৃত হবে। যারা লেখা দিয়েছেন ও বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে আমাদের উপকৃত করেছেন, তাদের প্রতি রইলো আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের আগ্রহ ও ভালোবাসা আমাদের পাথেয় হবে। সবাইকে আমাদের আয়োজনে স্বাগত জানাই।

মুহাম্মদ সাব্বির হোসাইন

www.theglobalaffairs.info
www.youtube.com/c/TheGlobalAffairs
www.facebook.com/GloballAffairs
globalaffairsbrand@gmail.com

THE GLOBAL AFFAIRS

সূচিপত্র

শা'বান, ১৪৪৩ হিজরী
এপ্রিল, ২০২২

ইসলাম ও জীবন

০৫। যাকাত
মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ

২০। স্মৃতিচর্চা : মনে রাখা ও মনে করা
জগলুল আসাদ

রাষ্ট্র ও নীতি

১৮। সেকুল্যার জাতিরাষ্ট্রের ধর্মবাসনা
মনির আহমেদ মনির

26| ASSAM Emergence of Islam and NRC Crisis
Saifuddin Ahmed

ইতিহাস

২২। বুজুর্গ উমেদ খা: চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধারের মহানায়ক
সাইফুদ্দিন আহাম্মদ

34| Nawab Noor Uddin Muhammad BakerJung
Saifuddin Ahmed

প্রামাণ্য তথ্য

১১। খুন রাঙা পথ
মোহাম্মদ এনামুল হোসাইন

জীবনী

38| Bashir Ahmed Sheikh E Bagha (R.)
Global Affairs Desk

38

26

Price: £2

The Global Affairs Magazine| দ্য গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন। রামাদান বিশেষ সংখ্যা।
সত্ত্বাধিকারী ঃ **দ্যা গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স মিডিয়া।**
লন্ডন, ইউনাইটেড কিংডম
প্রধান সম্পাদক: হোসাইন আহমদ
সম্পাদক: মুহাম্মদ সাব্বির হোসাইন
ডিজাইন: সালমান খান, জাহিদ হাসান রোমেল।
প্লানিং ডিরেকশন: সালমান আহমদ
স্পেশাল কন্ট্রিবিউটর: সাইফুদ্দীন আহাম্মাদ
বিশেষ কৃতজ্ঞতা: জগলুল আসাদ, তালহা আবদুল মুক্বিত
e-mail:83hahmed@gmail.com

সংশ্লিষ্টদের অনুমতি ছাড়া এই ম্যাগাজিনের কোন অংশ প্রকাশ বা নকল করা দণ্ডণীয় অপরাধ।

simple reason
HELP, SERVE & EDUCATE

TUBE WELL

Tube Well in Bangladesh
£250 - £550

Tube Well in Pakistan
£350 - £550

Our Tube Well project is the heart of Simple Reason

The gift of a tube well will essure that pocket of small communities and groups of families have access to clean and safe water.

LLOYDS BANK
SC: 30-90-89
AC: 40182668
Charity reg no. 1188243

02038770852 www.simplereason.org

যাকাত
ইসলামের ৩য় বিধান

প্রারম্ভিক কথা:

জীবনের লক্ষ্য: আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানব ও দানব সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্বের জন্য। তাই আল্লাহর দাসত্বই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

আমি মানব ও দানব সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার দাসত্বের জন্য। (৫১ যারিয়াত: ৫৬)

দাসত্বের সঠিক পদ্ধতি: আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ্ নিজেই তাঁর দাসত্বের সঠিক পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, ঠিক করে দিয়েছেন দাসত্বের মূলনীতি। আল্লাহর দেয়া মূলনীতি মেনেই আল্লাহর দাসত্ব করতে হয়। আল্লাহর দাসত্ব করতে হয় সঠিক পদ্ধতিতে, ভেজাল মুক্ত থেকে। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথাযথ কিতাব। সুতরাং আল্লাহর দাসত্ব কর শুধুই তার জন্য ভেজাল মুক্ত দ্বীন মেনে। (৩৯ যুমার: ২)

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي

বল! আমি (মুহাম্মাদ) দাসত্ব করি শুধুই আল্লাহর। আমার দ্বীন ভেজাল মুক্ত। (৩৯ যুমার: ১৪)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল যেন ভেজাল মুক্ত দ্বীন মেনে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দাসত্ব করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে। এটাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। (৯৮ বায়্যিনাত: ৫)

আল্লাহর দেয়া মূলনীতি মেনে যে দাসত্ব করা হয় শুধু এটাই আল্লাহর কাছে গৃহীত ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় আর আল্লাহর বাতানো মূলনীতির বাহিরে যা করা হয় সব ভেজাল। আর ভেজাল কোনো কিছু আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছে..

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

মনে রেখো! শুধু ভেজাল মুক্ত দ্বীনই আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য।....। (৩৯ যুমার: ৩)

দাসত্বের সঠিক পথ: আল্লাহর দাসত্বের একমাত্র সঠিক পথ ইসলাম। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে যা করা হয়; শুধু এটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। আর এটাই ইসলাম। ইসলামের মূলনীতি পাঁচটি। ইসলামের ৫টি মূলনীতির অন্যতম একটি হলো যাকাত।

এই অধ্যায়ে আমরা যাকাত নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টিকে সহজ ভাবে উপস্থাপনের জন্য এই আলোচনাকে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যথা...

১ম অনুচ্ছেদ: যাকাত পরিচিতি

২য় অনুচ্ছেদ: যাকাতের গুরুত্ব ও বিধান

৩য় অনুচ্ছেদ: যাকাতের নিসাব বা পরিমাণ

৪র্থ অনুচ্ছেদ: যার উপর যাকাত ফরজ হয়

৫ম অনুচ্ছেদ: যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হয়

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ: কখন যাকাত দিতে হয়

৭ম অনুচ্ছেদ: যাকাতের হিসাব

৮ম অনুচ্ছেদ: যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

৯ম অনুচ্ছেদ: যাকাত কোন খাতে খরচ করতে হয়

১০ম অনুচ্ছেদ: যাকাত আদায়ে নিয়ত

১১শ অনুচ্ছেদ: পশুর যাকাত

১২শ অনুচ্ছেদ: ফসলের যাকাত

১ম অনুচ্ছেদ: যাকাত পরিচিতি

মূল আরবী শব্দ (زكاة) যাকাহ, আমাদের সমাজে উর্দু/ফার্সি উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় যাকাত। যাকাহ অর্থ পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, বৃদ্ধি, বরকত, ইত্যাদি।

নামকরণ: আমরা সম্পদ অর্জন বা উপার্জন করি। আমাদের অর্জন বা উপার্জনে ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া আল্লাহ তায়া'লা ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার দিয়েছেন। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ ত্রুটি মুক্ত ও পবিত্র হয়, অন্যের হক মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হয়, যাকাত আদায়ের ফলে সম্পদ বরকতময় হয়। আর এসব কারণে একে যাকাত বলা হয়।

আমাদের অর্জিত বা উপার্জিত সম্পদের একটা অংশ মানবতার কল্যাণে দান করার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ করা অংশ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাই যাকাতের মূল বিষয়।

২য় অনুচ্ছেদ: যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী শারীয়া'হ মতে যাকাত আদায় করা ফরজ। যাকাতের গুরত্বে অবজ্ঞা করা অথবা যাকাতের বিধান অমান্য বা অস্বীকার করা কুফর আর যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা নীতিগত ভাবে মেনে নিয়ে এটা আদায় না করা মহাপাপ। ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর। আর রুকু কারীদের সাথে রুকু কর। (বাক্বারাহ: ৪৩)

যাকাত না দেওয়ার পরিণাম: যাকাত না দেয়া মহাপাপ। নীতিগত ভাবে যাকাতের বিধান অমান্য করা কুফর। যাকাত অস্বীকার করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তখন সকল আ'মাল বরবাদ ও বেকার হয়ে যায়। রাসূল (ﷺ)'র ইন্তেকালের পর কিছু মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল বিধায় আবু-বাকর রা: তাদের সাথে যুদ্ধ করে ছিলেন। বর্ণিত হচ্ছে:

وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوالَهم إِلاَّ بحَقِّ الإِسلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ . مُتفقٌ عليه.

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করি যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করবে আর যাকাত আদায় করবে। যারা এসব মেনে নেবে তাদের জান মাল আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে তবে ইসলামের অধিকার (নষ্ট করলে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।) আর তাদের জবাবদিহিতা আল্লাহর কাছে। (বুখারী ও মুসলিম। হাদীছটি অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত। হাদীছটি মুতাওয়াতির)

৩য় অনুচ্ছেদ: যাকাতের নিসাব

যে ব্যক্তি তার (নিজের, পরিবারের ও সামাজিক) প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত ২০০দিরহাম পরিমাণ মালের মালিক হয় তার উপর যাকাত ফরজ। এই পরিমাণ মালকে বলা হয় "যাকাতের নিসাব"। এটা-ই ইসলামী সমাজে ধনী গরীব নির্ধারনের মাপকাটি। অর্থাৎ যার ২০০ দিরহামের কম সম্পদ আছে সে গরীব আর যার এ পরিমাণ বা এরচেয়ে বেশী সম্পদ আছে সে ধনী।

জ্ঞাতব্য: রাসূল সা:র সময়ে নগদ অর্থ হিসেবে দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) ও দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ব্যবহৃত হত। তাই ইসলামী শারীয়া'হ যাকাতের নিসাব বা পরিমাণ নির্ধারনে দিরহাম ও দিনারকে নির্ধারণ করেছে।

পরবর্তিতে বৃটিশ পদ্ধতি মেনে সের ও তোলার হিসাব চালু হয়। তখন হিসাব করা হয় দুইশত দিরহাম = সাড়ে ৫২ তোলা রূপা।

বর্তমান বিশ্বে একক পদ্ধতি হিসেবে গ্রাম ও কেজির হিসাব চালু হয়েছে। তাই বর্তমান সমাজে যাকাতের নিসাব বুঝার সুবিধার্থে গ্রামের হিসাব দেয়া হলো।

তখনকার ২০০ দিরহাম সমান বর্তমানের ৬১২.৩৬ (অন্য হিসাবে ৫৯৫) গ্রাম রূপা হয়। সুতরাং...
যে ব্যক্তির কাছে ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপার সমমূল্যের নগদ অর্থ বিদ্যমান থাকবে তাকে যাকাত দিতে হবে।
যে ব্যক্তির ব্যবসায় ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপার সমমূল্যের পণ্য মজুদ থাকবে তাকে যাকাত দিতে হবে।

৪র্থ অনুচ্ছেদ: যার উপর যাকাত ফরজ

ধনী (নিসাবের মালিক) মুসলিমের উপর যাকাত ফরজ হয়। সুতরাং কোনো,

অমুসলিমের উপর যাকাত ফরজ হয় না।

যাকাতের নিসাব পরিমাণ মালের মালিক নয় এমন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হয় না।

যাকাত পুরুষ নারী সবার উপর ফরজ হয়।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের পর নিসাবের মালিক না থাকলে যাকাত ফরজ হয় না।

নাবালিগ তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর উপর যাকাত ফরজ কি না এব্যাপারে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, প্রতিষ্ঠিত সুন্নতেও তেমন কিছু নেই। তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে গিয়ে ফিক্বহী ইমামগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। যথা,

ক. একদল আলিমের মতে নাবালিগ যেহেতু শিশু

আর শিশুর উপর কোনো কিছু ফরজ হয় না। তাই নাবালিগের উপর যাকাত ফরজ হবে না।

খ. একদল আলিমের মতে যাকাত সম্পদের উপর ফরজ হয়। তাই নাবালিগ ব্যক্তির সম্পদ থেকেও যাকাত দিতে হবে এবং এ যাকাত পরিশোধ করবে সম্পদের অভিভাবক।

জ্ঞাতব্য: সাধারণত ছেলেরা স্বপ্নদোষ আর মেয়েরা ঋতুস্রাবের মাধ্যমে বালিগ হয়। বালিগ হবার পর কিরামান কাতিবীন আমলনামা সংরক্ষণ শুরু করেন। তখন থেকে নামায রোজা ফরজ হয়, শরীয়তের বিধিবিধান ও সামাজিক আইন প্রযোজ্য হয় এবং তারা পুরুষ বা নারী হিসেবে গণ্য হয়। এটা-ই ইসলামের সামাজিক বিধান।

বি. দ্র.:= পাগল ও মানসিক প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সম্পদের যাকাতের ব্যাপারেও শিশুদের সম্পদের মত একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

৫ম অনুচ্ছেদ: যেসব মালের যাকাত দিতে হয়

বিধান: ১ = সোনা, রূপা, নগদ অর্থ ও ব্যবসা সামগ্রীর যাকাত দিতে হয়।

বিধান: ২ = ব্যবহারিক সামগ্রী (যেমন: আপনার ব্যবহৃত গাড়ি ও বাড়ি) বা রক্ষিত মাল (যেমন: পতিত জমি, পরিত্যাজ্য ঘর, গৃহ পালিত পশু) ইত্যাদির যাকাত দিতে হয় না।

বিধান:৩= যেসব বস্তু উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এসবের যাকাত দিতে হয় না।

উপরের বিধানটিকে সহজ ভাবে বুঝার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো। যেমন..

উদাহরণ: ১ = এক ব্যক্তির ৫টি ঘর আছে। একটিতে সে নিজে বাস করে আর ৪টি ঘর ভাড়া দিয়ে উপার্জন করে। তাকে এসব ঘরের যাকাত দিতে হবে না।

উদাহরণ: ২ = আপনার ১০টি গাড়ি আছে। আপনি গাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে আয় রোজগার করেন। আপনাকে এসব গাড়ির যাকাত দিতে হবে না।

উদাহরণ: ৩ = ফয়সাল সাহেব একটি ক্লিনিকের মালিক। ক্লিনিকে ব্যবহারের জন্য উনার অনেক টাকার যন্ত্রপাতি আছে। তাকে এসব যান্ত্রপাতির যাকাত দিতে হবে না।

উদাহরণ: ৪ = এক ব্যক্তির ৩টি দোকান আছে। সে দোকানগুলো ভাড়া দিয়েছে। তাকে এসব দোকানের যাকাত দিতে হবে না।

উদাহরণ: ৫ = আপনি একটি প্রিন্টিং প্রেসের মালিক। আপনার প্রেসে প্রিন্টার, কম্পিউটার, ফটো মেশিন, ফার্নিচারসহ প্রায় এক কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। আপনাকে এসব সম্পদের যাকাত দিতে হবে না।

বিধান: ৪ = ব্যবসার সামগ্রীর উপর যাকাত ফরজ হয়। তাই আপনি ব্যবসায়ী হলে আপনার দোকান, শো রুম, বা অন্যান্য পণ্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

এমনকি কেউ জমির ব্যবসা, পশুর ব্যবসা, মেশিনারির ব্যবসা, গাড়ির ব্যবসা, বাড়ির ব্যবসা করলেও ব্যবসার সামগ্রী হিসেবে এসব পণ্যের মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

বিষয়টি সহজ ভাবে বুঝার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো,

উদাহরণ: ১ = এক ব্যক্তি জমির ব্যবসা করে। সে ব্যবসার জন্য বিশ একর জমি কিনে ছিল। দশ একর বেচা হয়েছে আর দশ একর বাকি আছে। তাকে এই দশ একরের মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

উদাহরণ: ২ = আপনি গাড়ির ব্যবসা করেন। আপনার কাছে এখন ব্যবসার ৪টি গাড়ি আছে। আপনাকে এই গাড়ির মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

উদাহরণ: ৩ = এক ব্যক্তি যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীর ব্যবসা করে। তার কাছে ব্যবসার যত মাল আছে সব হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। ইত্যাদি।

বিধান: ৫ = মেয়েদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত নিয়ে ইমামগণের মাঝে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। যথা:

- **ইমাম আবু-হানিফা রাহি:র মতে মেয়েরা তাদের অলংকারে ব্যবহৃত সোনা ও রূপা হিসাব করে যাকাত দেবে।**
- **ইমাম মালিক, শাফী ও আহমদ রাহি:র মতে মেয়েদের ব্যবহৃত অলংকারের যাকাত দিতে হয় না।** (দেখুন তিরমিযী, যাকাত অধ্যায়)

বিধান: ৬ = যারা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু খামার করেন; তাদেরকে এসব পশু হিসাব করে পশুর সংখ্যা অনুপাতে যাকাত দিতে হবে। তবে এ হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা, যা সামনে পশুর যাকাত অনুচ্ছেদে বর্ণিত হচ্ছে।

বিধান: ৭ = ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা ইত্যাদি কৃষি খামারীগণকে নিয়ম মত যাকাত দিতে হয়। তবে এর হিসাব আলাদা এবং একে যাকাত না বলে উশুর ও খারাজ বলা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত সামনে ফসলের যাকাত অনুচ্ছেদে বর্ণিত হচ্ছে।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ: কখন যাকাত দিতে হয়

ধনী (যাকাতের নিসাব পরিমাণ মালের মালিক) হবার এক বছর পর যাকাত দিতে হয়। বর্ণিত আছে..

ما ورد عن رسول الله صلّى لله عليه وسلّم من قوله لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ،

বর্ণিত আছে: আলী রা:কে উদ্দেশ্য করে রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন "স্বর্ণ ২০ দিনার (৮৫ গ্রাম) এর কম হলে তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। যখন তোমার ২০ দিনার হয়ে যাবে এবং (এ সম্পদের মালিক হবার পর) এক বছর অতিবাহিত হবে তখন তোমাকে অর্ধ দিনার দিতে হবে। আর এরচেয়ে বেশী হলে এ হিসাবে আদায় করবে। (সাহীহ আবু-দাউদ লি-আলবানী)

জ্ঞাতব্য: রাসূল সা:র সময়ে সরাসরি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রার প্রচলন ছিল। তখন স্বর্ণমুদ্রাকে বলা হত দিনার আর রৌপ্যমুদ্রাকে দিরহাম। তখনকার দিনে ২০ দিনার স্বর্ণ আর ২০০ দিরহাম রূপার বাজার মূল্য প্রায় সমান ছিল। তাই তিনি যাকাতের নিসাব হিসেবে ২০ দিনার এবং ২০০ দিরহামকে মাপকাঠি ইসেবে নির্ধারণ করেছেন।

কিন্তু বর্তমান সময়ে সোনার দাম অনেক উপরে আর রূপার দাম অনেক নিচে। তাই এখনকার দিনে যাকাতের নিসাব হিসেবে আমরা সোনা নির্ধারণ করব নাকি রূপা, এটা এক বিরাট প্রশ্ন?
এ প্রশ্নের সমাধানে ফিক্বহী ইমামগণ বলেন: যে নিসাবে হিসাব করলে গরীবের কল্যাণ হয় এ নিসাবে হিসাব করাই উত্তম। আর এ কথা বিবেচনায় নিয়েই আমরা রূপার নিসাব তথা ২০০ দিরহামের হিসাবকে প্রাধান্য দিয়েছি।

যাকাত কখন দিতে হবে; এ সম্পর্কিত কয়েকটি ফিক্বহী বিধান নিম্নে পেশ করা হল,

বিধান: ১ = যে দিন আপনার কাছে ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপার সমমূল্যের সম্পদ সঞ্চিত হলো সেদিন থেকে এক বছর পরে আপনি যাকাত আদায় করবেন।
যেমন ধরুন: আপনি রজব মাসে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়েছেন। আপনাকে আগামী রজব মাসে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

বিধান: ২ = এক বছর পূর্ণ হবার পর আপনার সম্পদ নিসাব থেকে কমে গেলে আর যাকাত দিতে হবে না।

বিধান: ৩ = আবার যে দিন আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবেন সেদিন থেকে বছর গণনা শুরু করবেন।

বিধান: ৪ = যাকাতের হিসাব করার সময়ে তখনকার নগদ সকল সম্পদের হিসাব হবে।
যেমন ধরুন: আজ থেকে এক বছর আগে আপনি নিসাবের মালিক হয়েছেন। আজ আপনার এক বছর পূর্ণ হয়েছে তাই যাকাতের হিসাব করছেন। গত কাল আপনার আপনার একাউন্টে যে ১লাখ টাকা জমা হয়েছে এই টাকাও যাকাতের হিসাবে যুক্ত করবেন।

বিধান: ৫ = যাকাতের হিসাবের বেলায় চন্দ্র মাসের হিসাব মেনে হিসাব করতে হয়। কারণ রাসূল (ﷺ) ও সাহাবাগণ এই হিসাবই করেছেন।

বিধান: ৬ = যাকাত অগ্রিম দিয়ে দিলেও সমস্যা হয় না। সুতরাং প্রয়োজন হলে এবং আপনি চাইলে আপনার যাকাত অগ্রিম আদায় করতে পারবেন।
যেমন ধরুন: আপনি প্রতি বছর রজব মাসে যাকাত আদায় করেন। রজব আসতে এখনো ৩মাস বাকি আছে। এখন কাউকে দেয়া প্রয়োজন। আপনি যাকাতের নিয়ত করে কিছু টাকা দিয়ে দিন। রজব আসলে আপনার যাকাতের হিসাব করার সময় ওই টাকা আদায় ধরে নেবেন।

৭ম অনুচ্ছেদ: যাকাতের হিসাব

সম্পদের সমষ্টি থেকে ২.৫% হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। অর্থাৎ-

- প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা,
- প্রতি একশত টাকায় আড়াই টাকা
- প্রতি হাজার টাকায় ২৫ টাকা,
- প্রতি দশ হাজার টাকায় ২৫০ টাকা,
- প্রতি লাখ টাকায় ২৫০০ টাকা।

এভাবে হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। যেমন ধরুন:

আপনি একজন ব্যবসায়ী। আপনার যাকাতের বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার কাছে আছে,

নগদ	২,৫০,০০০ টাকা
স্বর্ণ	২০,০০০ টাকা
ব্যবসার সামগ্রী	৩,৪০,৫৫০ টাকা
আপনার সর্বমোট আছে	৬,১০,৫৫০ টাকা
২.৫% হিসেবে আপনার যাকাত হবে	১৫,২৬৩.৭৫ টাকা

৮ম অনুচ্ছেদ: যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

পদ্ধতি: ১ = যাকাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি হলো: সরকার আলাদা যাকাত বিভাগ কায়েম করবে। সরকারি যাকাত বিভাগ ধনীদের থেকে হিসাব করে যাকাত আদায় করবে এবং নির্ধারিত খাতে খরচ করবে।

সরকারী ব্যবস্থা থাকলে জনগণ তাদের যাকাত সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে। কেউ না দিলে বা না দিতে চাইলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা

নিতে পারবে, এমনকি প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করতেও পারবে।

পদ্ধতি: ২ = সরকারী ব্যবস্থা না থাকলে জনগণ নিজ দায়িত্বে যাকাত আদায় করবে।

৯ম অনুচ্ছেদ: যাকাত কোন খাতে খরচ করতে হয়

যাকাত খরচ করার নির্ধারিত খাত ৮টি। সরকার জনগণ থেকে যাকাত নিয়ে এ ৮টি খাতে ব্যয় করবে। এব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

সাদাকাত (যাকাত) শুধুমাত্র ফকীর, মিসকিন, যাকাত বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, যাদের চিত্তাকর্ষন প্রয়োজন, দাস মুক্তি, ঋণ গ্রস্থ, আল্লাহর পথে আর পথিকের জন্য। এটা আল্লাহ থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ আলীম, হাকীম। (৯ তাওবাহ: ৬০)

জ্ঞাতব্য: উক্ত আয়াতের বর্ণনা মতে যাকাত খরচের খাত সমূহ হচ্ছে..

- **যার সামান্য সম্পদ আছে কিন্তু যথেষ্ট নয় তাকে যাকাত দেয়া যাবে।**
- **যার কিছুই নাই যাকাতের সম্পদ তাকে দেয়া যাবে।**
- **যাকাত বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের বেতন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া হবে।**
- **ইসলামী সরকার জাতীয় স্বার্থে কোনো কাফিরকে যাকাত দিতে পারবে।** (শাফী ও আহমদ)
- **যে দাস অর্থ দিয়ে মুক্ত হতে চায় যাকাত দিয়ে তাকে সাহায্য করা যাবে।**
- **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যাবে।**
- **ইসলামী সরকার সামরিক খাতে যাকাত ব্যয় করতে পারবে।**
- **সফর রত মুসাফিরকে যাকাত দেয়া যাবে।**

বি. দ্র.:= যাকাত খরচের ৪র্থ খাত "যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন"। এ সম্পর্কে পরবর্তি ফিক্বহী ইমামগণ থেকে সামান্য দ্বিমত পাওয়া যায়। যথা..

- **ইমাম আবু-হানীফাহ ও মালিক রাহি:র মতে ইসলামের সূচনাতে কাফিরদের চিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাত দেয়ার বিধান ছিল। কারণ ইসলাম তখন সামাজিক ও সামরিক ভাবে দুর্বল ছিল। পরে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে যাওয়াতে এ খাতের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। তাই এখন আর এ খাতে যাকাত দেয়া যাবে না।**
- **ইমাম শাফী ও আহমদ রাহি:র মতে এ খাতের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি এবং এটা রহিত হয়নি। বরং সময়ের প্রয়োজনে জাতীয় স্বার্থে কোনো অমুসলিমের চিত্তাকর্ষণে দরকার হলে ইসলামী সরকার এটা করতে পারবে। সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতী বিন বায রাহি: ও এ মত পছন্দ করেছেন।** (এবং এটা-ই আজকের বাস্তবতা)

১০ম অনুচ্ছেদ: যাকাত আদায়ে নিয়ত

যাকাত একটি ফরজ ইবাদত। আর প্রতিটি ইবাদতের জন্য নিয়ত আবশ্যক। তাই যাকাত আদায়ের জন্যও নিয়তের প্রয়োজন, যাকাত আদায় কালে অথবা যাকাতের সম্পদ আলাদা করার সময়ে নিয়ত করতে হয়। যেমন ধরুন:

আপনি আজ যাকাতের হিসাব করেছেন। এবছর আপনার যাকাত হয়েছে ১০,৫৫২ টাকা। আপনি যাকাতের ১০,৫৫২ টাকা আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। এই আলাদা করার সময়ে আপনার নিয়ত প্রয়োজন। যাকাত আলাদা করার সময়ে আপনি নিয়ত করবেন "এই টাকা যাকাত হিসেবে আলাদা করলাম"। পরে এই আলাদা টাকা থেকে কাউকে দেবার সময়ে নিয়তের প্রয়োজন হবে না।

আর যদি আপনি এই টাকা আলাদা না করে থাকেন। বরং শুধু হিসাব করেছেন যে আপনার ১০,৫৫২ টাকা যাকাত হয়েছে। এবং আপনি প্রয়োজন মত আপনার তহবিল থেকেই যাকাত আদায় করে থাকেন। তখন প্রতিটি ব্যক্তিকে দেবার সময়ে নিয়ত করতে হবে।

বি. দ্র.:= যাকাতের অর্থ কাউকে দেবার সময়ে তাকে বলার প্রয়োজন নেই যে "এটা যাকাতের টাকা"।

১১শ অনুচ্ছেদ: পশুর যাকাত

১২শ অনুচ্ছেদ: ফসলের যাকাত

ن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (فيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ

(বুখারী)

ما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ)

(মুসলিম)

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: (ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ)

(নাসায়ী। সাহীহ)

লেখক: মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ।
মুফতী, মুহাদ্দীছ, মুফাসসীর, লেখক ও গবেষক।
পরিচালক: ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট।

simple reason
HELP. SERVE & EDUCATE

CIRCUMCISION CLINIC
BANGLADESH

£18

Our circumcision clinic has been running with great success since it was established in 2019. We have a team of qualified practitioners performing circumcisions at our clinics We are serving the poorest communities who are unable to afford the cost of circumcising their children

LLOYDS BANK
SC: 30-90-89
AC: 40182668

Safe & Sterilized Male Circumcision

Boys Circumcision

Boys are treated in a reassuring way, with the procedure carefully explained to them in an age-appropriate manner.

Baby & Infant Circumcision

The best time for a circumcision is when a child is still a baby. This ensures the best comfort possible.

খুন রাঙা পথ

মোহাম্মদ এনামুল হোসাইন

উরুমচির ব্যস্ত এক বাজার।

২০১৪ সালের ২২ মে। সকাল। ঘড়িতে সময় ৭টা ৪১ মিনিট। অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়ল দুটো ছাইরঙা ফোক্সওয়াগ্যান এসইউভি। দুটো গাড়ির নম্বরপ্লেটই কাদাতে ঢাকা। পড়ার উপায় নেই। দুই গাড়িতে বসে আছে মোট পাঁচজন উইঘুর।

বাজারের লোকদের চাপা দেয়া শুরু করল ফোক্সওয়াগ্যান এসইউভি বেপরোয়াভাবে। গাড়ির সামনে থেকে দোকানি বা ক্রেতা চিৎকার দিয়ে ছিটকে ছিটকে সরে গেল। যারা পারল না তারা চাপা পড়ল গাড়ির নিচে। ভেতর থেকে ছোড়া হলো বেশ কিছু বিস্ফোরক। ৭টা ৫০ মিনিটে ফোক্সওয়াগ্যান দুটি মুখোমুখি ধাক্কা খেলো। বাঁকা হয়ে গেল একটা। তারপর বিস্ফোরিত হলো প্রচণ্ড শব্দে। ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল বেশ দূর থেকে। আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমশ গ্রাস করে নিল ফোক্সওয়াগ্যানকে।

পাঁচজন ক্ষুব্ধ উইঘুরের এই ঝটিকা অপারেশনে মারা গেল ৪৩ জন (কেউ কেউ বলছে ৩১ জন[1]), আহত হলো ৯০ জন। পাঁচজন আক্রমণকারীর মধ্যে মারা গেল চারজনই[2]।

এর দিনকয়েক আগে এপ্রিলের ৩০ তারিখে উরুমচি দক্ষিণ রেলওয়ে স্টেশনে ছুরিসহ প্রবেশ করে দুইজন উইঘুর। সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে অ্যাকশন শুরু করে ওরা। এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করতে থাকে স্টেশনে উপস্থিত যাত্রীদেরকে। মারা যায় তিনজন–যাদের মধ্যে দুইজনই আক্রমণকারী। আক্রমণের এক পর্যায়ে ওরা নিজেদের শরীরে বাঁধা বিস্ফোরকের বিস্ফোরণ ঘটায়। আহত হয় ৭৯ জন।[3]

মার্চের ১ তারিখেও কুমিং রেলওয়ে স্টেশনে ঠিক একই প্যাটার্নে ছুরি হাতে চীনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একদল উইঘুর। সেই আক্রমণে মারা গিয়েছিল ২৯ জন।[4]

দশকের পর দশক ধরে জমা উইঘুরদের ক্রোধের এই বিস্ফোরণ দেখে রেগে ফায়ার হয়ে গেল চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। উইঘুরদের চরম এক শিক্ষা দেবার জন্য দাঁড় করালো ভয়ংকর এক নীল নকশা। পার্টির অফিশিয়ালদের সাথে একের পর এক গোপন মিটিঙে ভাষণ দিলো। সবাইকে বলল, 'এখনই সময়। আমরা সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে অলআউট অ্যাকশনে নামব। তামা আর স্টিলের আকাশসমান উঁচু প্রাচীর তৈরি করব, আকাশ সমান উঁচু জাল বিছাবো–একটা একটা করে সব কয়টা সন্ত্রাসীকে ধরব আমরা।'[5]

এক মাস পরে বেইজিঙে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আরেক মিটিঙে শি জিনপিং ধর্মীয় উগ্রবাদ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে বলল, 'আসলে ধর্মবিশ্বাস একধরনের মাদকের মতো, যখনই আপনি ধর্মে বিশ্বাস করবেন তখন আপনি স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলবেন–করে ফেলবেন যেকোনো কিছু।'

উরুমচি পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট পরিদর্শনে গেল শি জিনপিং। সব দেখেশুনে মন্তব্য করল, 'আমাদের কমরেডরা একদম সেকেলে পদ্ধতিতে কাজ করে। আপনাদের কাছে থাকা কোনো অস্ত্রই উইঘুরদের ছুরি বা কুড়ালের জবাব দিতে সক্ষম নয়। তাদের প্রতি আমাদের তাদের মতোই কঠোর আচরণ করতে হবে। কোনো ধরনের দয়া দেখানো চলবে না।'[6]

এরপর উইঘুর মুসলিমদের সাথে চীন কী কী করল তা

1 Xinjiang: Tight security after deadly violence. BBC News, July 30th, 2014. https://tinyurl.com/tx4krht

2 In China's Far West, a City Struggles to Move On. Andrew Jacobs. The New York Times, May 23rd, 2014. https://tinyurl.com/rlnchk6

3 Security tightened after three killed in bomb, knife attack at Urumqi train station. Li Jing & Adrain Wan. South China Morning Post, May 1st, 2014. https://tinyurl.com/tyue6yd

4 Chinese Uighurs defy Ramadan ban. Umar Farooq. Al Jazeera, July 5th, 2014. https://tinyurl.com/wbh4cf3
Xinjiang: Tight security after deadly violence. BBC News, July 30th, 2014. https://tinyurl.com/tx4krht

5 Her Uighur Parents Were Model Chinese Citizens. It Didn't Matter. Sarah A Topol. The New York Times Magazine, January 29th, 2020. https://tinyurl.com/rqs53lx

6 'Absolutely No Mercy': Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims, Austim Ramzy & Chris Buckley. The New York Times, November 16th, 2019. https://tinyurl.com/vavm8d3

তো আপনারা দেখলেনই পুরো বইজুড়ে।

ঘটনাপ্রবাহকে যখন এভাবে উপস্থাপন করা হয় তখন মনে হয় উইঘুরদের 'সন্ত্রাসের' সামনে চীন আত্মরক্ষা করছে। চীন সরকার ঠিক এ কাজটাই করে। এমন ভাব ধরে যেন এর আগে ওরা একেবারে নিষ্পাপ ছিল। আগে উইঘুরদের মুখে সোনার চামচে করে দুধ খাইয়ে দেয়া হতো, একেবারে রাজার হালে রেখেছিল। কিন্তু উইঘুর সন্ত্রাসীরাই আগবাড়িয়ে এসে আক্রমণ করল ২০১৪ সালে। তাই না চাইলেও কঠোর হতে হচ্ছে ওদের ওপর। বাবা ছেলেকে যেভাবে মঙ্গলের জন্য শাসন করে, ভবিষ্যতের জন্য সেভাবে শাসন করছে। সবকিছুর জন্য দায়ী এই উইঘুর সন্ত্রাসীরাই। ওরাই সব নষ্টের মূল।

কিন্তু বাস্তবতার সাথে চীনের এসব গাল্পপ্পের কোন সম্পর্কই নেই। পাঠক, ইতিহাস ২০১৪ সালে শুরু হয়নি; ইতিহাস শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে। শোষণ, নির্যাতন আর গণহত্যার এক ইতিহাস। রক্তাক্ত, করুণ, বীভৎস এক ইতিহাস।

দুই.

প্রায় ২০০০ বছর ধরে পূর্ব তুর্কিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করেছে চীনারা।

৯৫ হিজরীতে কুতাইবা বিন মুসলিম বাহেলী রহিমাহুল্লাহ-এর কাশগড় বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব তুর্কিস্তানে ইসলাম প্রবেশ করে। পরে ৩৩২ হিজরীতে সুলতান সুতুক বুগরা খানের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে তা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এভাবে প্রায় দশ শতাব্দী তা স্বাধীন ইসলামী ভূখণ্ড হিসেবে সমুন্নত থাকে।

সর্বপ্রথম ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে চীন তা অবৈধভাবে দখল করে। তাদের এই দখলদারি স্থায়ী হয় চার বছর। দ্বিতীয়বার দখল করে ১৮৮১ সালে। এই দখলদারি আগেরবারের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয়। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে চীনের আনুগত্যকে প্রত্যাখান করে 'পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র' নামে কাশগড়ে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় উইঘুররা। কিন্তু সীমানার ওপারের তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া কখনো এই রাষ্ট্রকে মেনে নেয়নি। সীমান্তে একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রকে নিজেদের জন্যে হুমকি মনে করল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাই আবার পূর্ব তুর্কিস্তানকে দখল করতে তারা চীনকে প্রত্যক্ষভাবে মদদ করল। এই দুই শক্তির সামনে টিকতে পারেনি উইঘুরদের ছোট্ট রাষ্ট্রটি।

সর্বশেষ ১৯৪৯ সালে শেষবারের মতো চীন পূর্ব তুর্কিস্তানকে দখল করে। সর্বোচ্চ গোপনীয়তায় তারা চালায় জঘন্য হত্যাকাণ্ড । সেখানকার মাযলুম মুসলিমদের সমস্ত ইসলামী আনুষ্ঠানিকতা নিষিদ্ধ করা হয়। মসজিদ ধ্বংস করা হয়। উইঘুরদের ভাষার বদলে চাইনিয ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়। হাজারো আলিম-উলামাকে গুম করে হত্যা করা হয়। [7]

২০০৮ সালের জরিপে দেখা যাচ্ছে পূর্ব তুর্কিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ হলো উইঘুর মুসলিম আর ৪০% হলো হান চাইনিয। অথচ ১৯৪৫ সালের সমীক্ষা বলছে, সে সময় উইঘুর ছিল ৮২.৭%, আর হানদের অবস্থান কখনো ৭% এর বেশি ছিল না। মাঝে চীন সরকার বিপুল পরিমাণ উইঘুরদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে আর বেকার হানদের সেই শূন্যস্থানে স্থানান্তর করেছে। [8]

পূর্ব তুর্কিস্তান চীনের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। আয়তন প্রায় সতেরো লক্ষ কিলোমিটার। সে হিসেবে তা বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় দশগুণ বড়। প্রাকৃতিক সম্পদে টইটম্বুর এই অঞ্চল। চীনের মোট কয়লার ৪০ ভাগ মজুদ আছে পূর্ব তুর্কিস্তানের মাটির নিচে। মোট গ্যাস রিজার্ভের ২০ শতাংশ পূর্ব তুর্কিস্তানে সেই সাথে ২০ শতাংশ উইন্ড এনারজি।[9] পুরো চীনের ৪০% অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে এই এলাকা; অথচ উইঘুর মুসলিমদের ৮০% জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে!

পূর্ব তুর্কিস্তান দখল করে নিজেদের দেশের অংশ করে নিলেও হান চাইনিযরা কখনোই নিজেদের অংশ মনে করেনি পূর্ব তুর্কিস্তানকে। কখনোই একই দেশের নাগরিক হিসেবে সমতার চোখে গ্রহণে করে নেয়নি উইঘুরদের। সব সময় প্রভুসুলভ আচরণ করে গিয়েছে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের সাথে। বেনিয়ার জাত ব্রিটিশরা যেমন ভারতবর্ষসহ তাদের অন্যান্য উপনিবেশে স্থানীয়দের শোষণ করেছে, ঠিক সেভাবেই হান চীনারা শোষণ করেছে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের।

মুসলিমদের দিয়ে জোর করে তুলা আর গম চাষ করিয়েছে হান চীনারা।[10] প্রত্যেক কৃষকের জন্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হতো। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারলেই নেমে আসত যুলুম। ধন-সম্পদ, গৃহস্থালির

---

7 পূর্ব তুর্কিস্তান : একটি মুসলিম ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্র।-https://tinyurl.com/rqvn7hr

8 Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and Uyghur Migrants in Urumqi Anthony Howell and C. Cindy Fan-https://tinyurl.com/wdwg8k5

9 China's secret internment camps. Vox. May 7th, 2019. https://tinyurl.com/y5bpg7mr

10 ইংরেজ বেনিয়ারা আমাদের দিয়ে এভাবেই জোর করে নীল চাষ করাতো। তুমুল অত্যাচার করত। আজকে এসব ফিরিঙ্গি বেনিয়ারাই বিশ্বজুড়ে মানবতার পাঠ দিয়ে বেড়ায়। কী সুন্দর 'তামাশা'!

জিনিসপত্র, পশু–সবকিছু কেড়ে নিয়ে যেত ওরা।[11]

গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও যেদং The Great Leap Forward নামে পাঁচ বছরব্যাপী এক পরিকল্পনা করল চীনকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং একটা আদর্শ কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে চীনা কমিউনিস্ট সরকার কৃষি জমিগুলোর ব্যক্তিমালিকানা কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়। অসংখ্য কৃষককে বাধ্য করা হয় নিজেদের জায়গা-জমি ছেড়ে স্টিল এবং লোহার ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে। কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্তে ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসে চীনে। একে বলা হয় মানুষের হাতে তৈরি সবচেয়ে বড় বিপর্যয়।[12]

১৯৫৯ সালে সমগ্র চীনজুড়ে শুরু হয় ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ। ইতিহাসে যা পরিচিত 'গ্রেট চাইনিয ফ্যামিন' নামে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত চলে এই দুর্ভিক্ষ। সরকারি হিসেবে বলা হয় দেড় কোটি লোক মারা গিয়েছে এই দুর্ভিক্ষের কারণে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন এই সংখ্যা অনেক বেশি। মৃতের আসল সংখ্যা ৪৫ মিলিয়নের মতো। ৪৫ মিলিয়ন মানে ৪ কোটি পঞ্চাশ লাখ মানুষ। এর মধ্যে ২০ থেকে ৩০ লাখ লোককে কেবল রাষ্ট্রীয়ভাবে পিটিয়ে মারা হয়। ঠিকমতো কাজ না করার অভিযোগে গাছে ঝুলিয়ে পিটিয়ে মারা হয় এই হতভাগ্য মানুষদের। অনেককে হাত-পা বেঁধে পুকুরে ছুড়ে ফেলে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়। সবচেয়ে ছোট (খুবই তুচ্ছ) অপরাধের শাস্তি ছিল অপরাধীর শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেওয়া বা মলমূত্র খেতে বাধ্য করা।

ওয়াং যিউ (Wang Ziyou) নামের এক লোকের কাহিনি শুনে দেখুন। চাইনিয কমিউনিস্টরা এই লোকের কান কেটে দেয়, লোহার তার দিয়ে পা বেঁধে ফেলে, তারপর দশ কেজি ওজনের পাথর ওপর থেকে তার পিঠের ওপর ফেলে। উত্তপ্ত লোহা চেপে ধরা হয় তার পিঠে–মার্কা মেরে দেয়া হয়। এই লোকের অপরাধ কী ছিল জানেন? মাটি খুঁড়ে একটা আলু বের করা!

এক বাবাকে বাধ্য করা হয় তার ছেলেকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতে। ওই ছেলেটার দোষ ছিল সে এক মুঠো শস্য চুরি করেছিল।[13] হেনান প্রদেশের শস্যদানার গোডাউনের দরজায় দরজায় পড়ে থাকতে দেখা যায় কৃষকের হাড়-জিরজিরে লাশ। মরার আগে তারা দুর্বল গলায় চিৎকার করতে থাকে, হে কমিউনিস্ট পার্টি, হে চেয়ারম্যান মাও, আমাদের বাঁচান।[14] হেনান আর হেবেই এর গোডাউন খুলে দিলেই কেউ না খেয়ে মরত না। কিন্তু মৃত্যুর মিছিল দেখেও মন গলেনি কমিউনিস্ট পার্টির।[15]

এই ভয়াবহ মানবেতর পরিস্থিতির মধ্যেও চলে উইঘুর মুসলিমদের ধর্ম, সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানা। কালচারাল রিভোলিউশন বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (১৯৬৬-১৯৭৬) পুরো সময় জুড়ে চলতে থাকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ। ধ্বংস

---

11 Ghulja Massacre on February 5, 1997 in East Turkistan (Documentary). Erk Uygur. https://tinyurl.com/skrw4kr

12 The Worst Man-Made Catastrophe, Ever. Roderick Macfarquhar. China File, February 9th, 2011. https://tinyurl.com/sbtbt-zw

13 Mao's Great Leap to Famine. Frank Dikotter. The New York Times, December 16th, 2010. https://tinyurl.com/y9k4g-8dr

14 নাস্তিক কমিউনিস্টরা বিপ্লব বিপ্লব বলে হাইপ তোলে, অদ্ভুত এক রোমান্টিসিসমে তৈরি করে স্বপ্নালু চোখের তরুণদের ভেতর। চে গুয়েভারার ছবিওয়ালা ক্যাপ আর টি শার্ট পরে শাহবাগে ঘোরাফেরা করে কমিউনিজমের আফিমগেলা তরুণ ও যুবকের দল। আমাদের দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী, মিডিয়াকর্মীরা কমিউনিজমের ব্র্যান্ড এম্বাসাডর। নানানভাবে এরা কমিউনিযম প্রমোট করে। কিন্তু এই কমিউনিযম কী দিয়েছে বিশ্বকে? বিপ্লবের নামে গত ১০০ বছরে প্রায় ১২০ মিলিয়ন মানুষ মেরেছে এই কমিউনিস্টরা। চিন্তা করতে পারেন? ১২ কোটির কাছাকাছি! কেবল চীনেই মেরেছে ৮ কোটি ২০ লাখ। রাশিয়াতে মেরেছে ২ কোটি ১০ লাখ। উত্তর কোরিয়ায় মেরেছে ৪৬ লাখ, ভিয়েতনামে ৩৮ লাখ, কম্বোডিয়ায় ২৪ লাখ, আফগানিস্তানে ১৫ লাখ। আরও অন্যান্য অনেক দেশে মেরেছে অনেক মানুষ। অবস্থার ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য একটা সম্পূরক তথ্য দিই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ থেকে ৮ কোটির মতো। হিটলারের চাইতে অনেক অনেকগুণ বেশি মানুষ মেরেছে চীনের 'কমিউনিস্ট গুরু' 'মাও যেদং' একাই।
Who Killed More: Hitler, Stalin, or Mao? Ian Johnson. China File, February 5th, 2018. https://tinyurl.com/wce7xp4
Source List and Detailed Death Tolls for the Primary Megadeaths of the Twentieth Century.Necometrics. http://necrometrics.com/20c5m.htm
Currently There Are More Than 120 Million Deaths Caused By That Ideology. Counting Stars, December 18th, 2017. https://tinyurl.com/uz4bhwe
100 Years of Communism–and 100 Million Dead. David Satter. The Wall Street Journal, November 6th, 2017. https://tinyurl.com/y7837ysh
নাস্তিক কমিউনিস্টরা মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, গুলি করে মেরেছে গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ বাবা-মাকে; কারণ তারা শ্রম দিতে পারে না। এত অপরাধ করার পরেও এরা সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসী হলো মুসলিমরা। মুসলিমরাই রক্তের জন্য পাগল! ওরা মানবতার জন্য হুমকি না। হুমকি হলো নিজেদের মা বোন শিশু আর ভূমি রক্ষার জন্য চেষ্টা করা মুসলিমরা। পাঠক বেসিক একটা প্রশ্ন করি, অনুগ্রহ করে বলতে পারবেন তথাকথিত মুসলিম সন্ত্রাসীদের হাতে কয় কোটি মানুষ মারা গিয়েছে পৃথিবীতে? তথাকথিত মুসলিম সন্ত্রাসীরা কোন কোন দেশে গর্ভবতী নারীকে গুলি করে মেরেছে? কারণ সে উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রম দিতে অক্ষম?

15 "A hunger for the truth: A new book, banned on the mainland, is becoming the definitive account of the Great Famine." Archived 10 February 2012 at the Wayback Machine, chinaelections.org, 7 July 2008 of content from Yang Jisheng, 墓碑 ——中國六十年代大饑荒紀實 (Mu Bei - Zhong Guo Liu Shi Nian Dai Da Ji Huang Ji Shi), Hong Kong: Cosmos Books (Tian Di Tu Shu), 2008, ISBN 9789882119093 (in Chinese)

করা হয় একের পর এক মসজিদ[16] , পুড়িয়ে ফেলা হয় অসংখ্য কুরআনের কপি, নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় হাজ্জে যাওয়া। ধর্মের কোনো চিহ্নই সহ্য করতে পারত না কমিউনিস্ট রেড গার্ডরা। ২০ থেকে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয় এ সময়।[17] এভাবে দশকের পর দশক ধরে পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুর-কাযাখ মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে হান চাইনিযরা।

ধরুন আপনি একজন উইঘুর। জীবন নিয়ে অনেক স্বপ্ন আপনার। অনেক পরিকল্পনা। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান, করতে চান গাড়ি-বাড়ি। তাহলে প্রথমেই আপনাকে মেনে নিতে হবে হানদের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদের প্রতি আনুগত্য। আপনাকে মেনে নিতে হবে চীনের মালিক হলো হান চাইনিযরা, তারা আপনাকে দয়া করে চীনে থাকতে দিয়েছে।

তারপর অবশ্যই আপনাকে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে হবে যেটা চাইনিয ভাষায় এবং চাইনিয সিলেবাসে পাঠদান করে। উইঘুরদের স্কুলে পড়াশোনা করলে জীবন নিয়ে তথাকথিত রঙিন স্বপ্ন না দেখাই ভালো।

- - - -

পাঠক, আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক রহিমা মাহমুতকে। পেট্রোকেমিকেল ইঞ্জিনিয়ার এই উইঘুর ভদ্রমহিলা ছেলেকে সাথে নিয়ে পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে লন্ডনে। লন্ডনে বসে উইঘুরদের ওপর চালানো হান চাইনিযদের অত্যাচার-নির্যাতনের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছেন। লন্ডনে নিজের অফিসে বসে সাংবাদিক শাও-হুং পাই-কে দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকার দেয় মাহমুত[18] নিজের মাটি আর মানুষ সম্পর্কে। খুলে খুলে বর্ণনা করে উইঘুরদের সাথে হান চাইনিযদের সহাবস্থানের বিষয়াদি। চলুন মাহমুতের মুখে শোনা যাক যুগ যুগ ধরে উইঘুর-কাযাখ মুসলিমরা কেমন ব্যবহার পেয়ে আসছে হান চাইনিযদের কাছ থেকে।

'...আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পরিস্থিতি এখনকার মতো ছিল না।[19] প্রত্যেকটা স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে চীনা ভাষায় চীনা সিলেবাসে পড়াতে হবে, সরকারের তরফ থেকে এমন কোনো নির্দেশনা তখন ছিল না। আমরা উইঘুরদের স্কুলে যেতে পারতাম। উইঘুর সিলেবাসে পড়তে পারতাম। উইঘুর স্কুলে যদিও চাইনিয ভাষা পড়ানো হতো, কিন্তু পাঠদানের মাধ্যম ছিল উইঘুর ভাষা। আমি আর আমার এক ভাই চাইনিযদের স্কুলে পড়তে গেলাম। চাইনিয স্কুলে পড়াশোনা করার কারণে একদম ছোট থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম, হান চাইনিয আর আমরা এক নই। আমরা আলাদা। সেই ছোট বয়সেই বুঝেছিলাম কীভাবে পদে পদে ওদের হাতে আমরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, শুধু উইঘুর হবার কারণে আমাদের সাথে অন্যরকম ব্যবহার করা হচ্ছে।

মনে মনে একটা শপথ করেছিলাম আমি–ভালো রেজাল্ট করতে হবে। খুব পড়াশোনা করতাম। নিজেকে মাঝে মাঝেই শোনাতাম, 'আমাকে অবশ্যই হান চাইনিযদের কাছে প্রমাণ করতে দিতে হবে ওরা আমাদের যা ভাবে আমরা তা নই।' হান ছাত্রছাত্রী এমনকি শিক্ষকদের মধ্যে পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে উইঘুরদের মাথায় নির্ভেজাল গোবর পোরা, উইঘুররা অলস। আর দুনিয়ার সব বুদ্ধি ওদের মাথায়, ওরা অনেক পরিশ্রমী। উইঘুরদের তুলনায় ওরা অনেক উন্নত, অনেক এগিয়ে।

সারাজীবন শুধু আমি এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে গেলাম, ওরা যেমন ভাবে উইঘুররা তেমন নয়। আমরা শুধু ভালোই না, ওদের তুলনায় অনেক ভালো। পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে মাহমুতের দু-চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, হাতদুটো হলো মুষ্টিবদ্ধ। আরেকবার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করল বোধহয় সে।

স্কুল, কলেজ বা ভার্সিটিগুলোতে হান চাইনিয ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের হাতে ব্যাপকমাত্রার র‍্যাগিং এবং বুলিয়িং-এর শিকার হয় উইঘুররা। উইঘুররা শূকর খায় না,

16 অবশ্য মাও যেদং-এর মৃত্যুর পর অনেক মসজিদ আবার খুলে দেয়া হয়।

17 Who Killed More: Hitler, Stalin, or Mao? Ian Johnson. China File, February 5th, 2018. https://tinyurl.com/wce7xp4
The history of China's Muslims and what's behind their persecution. Kelly Anne Hammond. The Conversation, My 24th, 2019

18 মাহমুতের কাহিনি নেয়া হয়েছে "People will rise up": Uyghur exile foresees end of China's ruthless rule. Hsiao-Hung Pai. Open Democracy, October 25th, 2019. https://tinyurl.com/uvzg98e থেকে।

19 প্রবন্ধ 'আর কোনো রূপকথা নেই কাশগড়', গ্রন্থ:'কত না অশ্রুজল' - মোহাম্মদ এনামুল হোসাইন

'হালাল' খাবার খায়–এ কারণে হান চাইনিয সহপাঠীদের ব্যঙ্গ- বিদ্রুপ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। চার বছরের উইঘুর পিচ্চি যুমরেতের একদিনের স্কুলের অভিজ্ঞতা শোনা যাক। পিচ্চি এই মেয়েটাকে ওর বাবা-মা হান চাইনিযদের স্কুলে পাঠিয়েছিল প্রতিষ্ঠিত করার আশায়। একদিন পিচ্চিটা দুগাল ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরল। 'কেন কাঁদছ আম্মু, কী হয়েছে তোমার?' প্রশ্নের জবাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে জানাল, 'ক্লাসের ওরা তাকে কোনো খেলায় নেয় না, সবাই মিলে ওকে ঘিরে ধরে একটা বৃত্ত তৈরি করে, বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে যুমরেতকে। তারপর সবাই ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে ওকে টিটকারি মারে, ব্যঙ্গ- বিদ্রুপ করে। একজন চিৎকার করে জানিয়ে দেয়, আমার বাবা বলেছে উইঘুর বাচ্চাদের সাথে না খেলতে। কারণ ওদের সবার স্কারলেট ফিভার[20] আছে। ওরা যখন বড় হয় তখন ওরা লিউকেমিয়ায়[21] আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। তোমরা যদি ওদের সাথে খেলো, তাহলে তোমাদেরও অসুখ হবে।'

সমাজের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই হান চাইনিযদের হাতে নির্যাতিত হয় উইঘুররা। নিজভূমেই ওরা প্রবাসী হয়ে গেছে। হান চাইনিযরা উইঘুরদের সাথে মেশে না, উইঘুরদের ঘর ভাড়া দিতে চায় না, উইঘুর ছেলেদের সাথে তাদের মেয়েদের বিয়ে দেয় না। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি-পড়ুয়া উচ্চশিক্ষিত হান চাইনিয সবার কাছেই উইঘুর মুসলিমরা হলো নির্বোধ। বেশ কয়েকজন সাংবাদিক যারা চীনে গেছেন, থেকেছেন, হান চাইনিযদের সাথে মিশেছেন তারা অবাক হয়ে গিয়েছেন হান চাইনিযদের উইঘুর মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ দেখে।'[22]

চোখের পানি মুছে কথা শুরু করল মাহমুত,

'এই নরক থেকে পালাতে চাইতাম। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলাম না। ১৯৯৯ সালে যুক্তরাজ্যের ল্যাংকাশার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ পেলাম। আবেদন করার ছয় মাস পর পেলাম পাসপোর্ট। ২০০০ সালে ছেলেকে সাথে নিয়ে বের হতে পারলাম চীন থেকে। কাগজে-কলমে চীনারা পূর্ব তুর্কিস্তানকে স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে; কিন্তু উইঘুরদের আসলে কোনো ক্ষমতাই নেই। একবার আমার এক বন্ধু একটা কথা বলেছিল। জীবনে কখনো বোধহয় ভুলতে পারব না সে কথা। বুকের একেবারে ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলেছিল, 'ইংল্যান্ড বা অ্যামেরিকার মতো এত দূরের দেশে আমি যেতে পারব না হয়তো, কিন্তু আমি যদি বর্ডারে গিয়ে মিনজানিকের[23] মাধ্যমে আমার ছেলেকে ছুড়ে উযবেকিস্থানে পাঠাতে পারতাম তাহলে তা-ই করতাম!'

বুঝুন কী ভয়ংকর অবস্থা!'

পাঠক দেখুন, এভাবে বছরের পর বছর জুড়ে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হান চাইনিযদের হাতে বৈষম্যের শিকার হয়েছে উইঘুররা। উইঘুরদের রক্ত পানি করে অর্জিত সম্পদ লুটপাট করে নিয়েছে হান চাইনিযরা। উইঘুররা দেখেছে, পঙ্গপালের মতো হান চাইনিযরা ওদের ভূমিতে এসেছে। একে একে দখল করে নিয়েছে সব চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য। উইঘুররা দেখেছে, ওদের ধর্ম ইসলামের ওপর বারবার আঘাত হেনেছে হান চাইনিযরা। কুরআন পুড়িয়েছে, মসজিদ ধ্বংস করেছে, ধর্ম নিষিদ্ধ করেছে, আলিমদের গুম করেছে, হত্যা করেছে। সাধারণ মানুষদের ধরে নিয়ে শ্রমদাসত্বে বাধ্য করেছে, গুম করেছে তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে বিক্রি করেছে। মায়ের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছে বারবার। উইঘুররা যখনই হান চাইনিযদের যুলুমের মৃদু প্রতিবাদ করেছে, তখনই বন্দুকের নল তাক করা হয়েছে ওদের দিকে, ভারী বুটজুতায় পিষে ফেলা হয়েছে গুনে গুনে সবাইকেই। যারাই ন্যায্য অধিকারের কথা বলেছে তাদেরকেই উপাধি দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী, উগ্র জাতীয়তাবাদী, জঙ্গি, সন্ত্রাসী। কোনো বিচার ছাড়াই গুলি করে মারা হয়েছে ওদের। কেউ এগিয়ে আসেনি এই আগ্রাসন থামাতে। পুরো পৃথিবীর কেউ না।

এতকিছুর পরে আর কোনো উপায় না পেয়ে কিছু উইঘুর যুবক যখন যা আছে তাই নিয়ে পাল্টা আঘাত করতে বাধ্য হয়, তখন সেটাকে কি অপরাধ বলা যায়? সন্ত্রাস বলা যায়? জঙ্গিবাদ বলা যায়?

আগ্রাসীর আক্রমণের মোকাবেলায় আক্রান্তের প্রতিক্রিয়া কি সন্ত্রাস? দখলদার ইস্রাইলের বিমান আর ট্যাংকের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি বালকের হাতের গুলতি আর পাথর কি সন্ত্রাস? কাউকে যখন জবাই করা হয় তখন তার হাত-পা ছুড়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা, বেপরোয়া ছটফট করা কি সন্ত্রাস?

আচ্ছা ধরে নিলাম এটা সন্ত্রাস, কিন্তু এই কয়েকজন মানুষ মারার অপরাধের প্রতিশোধ নেবার জন্য চীনারা যা করেছে, আর এর আগে কয়েক দশক ধরে যা করে এসেছে তা কি কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব?

20 একধরনের জ্বর যার কারণে পুরো শরীরে ফুসকুড়ি ওঠে।

21 রক্তস্বল্পতা।

22 Her Uighur Parents Were Model Chinese Citizens. It Didn't Matter. Sarah A Topol. The New York Times Magazine, January 29th, 2020. https://tinyurl.com/rqs53lx
Where Does Chinese Islamophobia Come From? Eliot Evans. Sup China, June 16th, 2017. https://tinyurl.com/u8op3oc

23 মধ্যযুগের যুদ্ধগুলোতে ব্যবহৃত গুলতির মতো এক প্রকারের অস্ত্র। এর মাধ্যমে বড় পাথর ইত্যাদি ছুড়ে মারা হতো শত্রু বাহিনীর ওপর।

উইঘুররা শান্তি চেয়েছে, হানদের পাশাপাশি বসবাস করতে চেয়েছে; কিন্তু হানরা ওদেরকে সব সময় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ভেবেছে। যতভাবে যতটা সময় ধরে পারে রক্তচোষা জোঁকের মতো চুষে চুষে খেয়েছে। শান্তির সব কয়টা পথ বন্ধ করে দিয়েছে উইঘুরদের অশ্রু, রক্ত আর লাশে।

উইঘুরদের ওপর এমন কঠোর ব্যবহারের কারণ হিসেবে বারবার উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদকে সামনে টেনে এনে চীন সরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এড়িয়ে গিয়েছে। সেই পুরোনো কালপ্রিট–অর্থনীতি।

সামরিক এবং অর্থনৈতিক খাতে অ্যামেরিকাকে টেক্কা দেয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্য সামনে নিয়ে চীন সরকার শুরু করেছে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ–Belt and Road Initiative (BRI)।

এই বেল্ট রোড বা নিউ সিল্ক রোডের মাধ্যমে ইউরোপ-এশিয়ার অনেক দেশের সাথে সরাসরি, নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি হবে চীনের। ৬০টা দেশের ভেতর দিয়ে এই বেল্ট রোড তৈরির কাজে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে চীন। সড়ক, গ্যাসের পাইপ, অপটিকাল ফাইবার সবকিছু থাকছে এই বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভের মধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে তুমুল গতি পাবে এই রোডের কারণে। সেই সাথে বিশ্বদরবারে বাড়বে চীনের প্রভাব।[24]

চীন থেকে বের হওয়া এই বেল্ট রোডের অধিকাংশ করিডোর গেছে পূর্ব তুর্কিস্তান দিয়ে। চীনারা চাইছে এই এলাকা নিরাপদ রাখতে। তাই 'বেয়াড়া' উইঘুরদের সন্ত্রাসী, জঙ্গি বানিয়ে, ওদের শায়েস্তা করার অজুহাতে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলেছে পুরো পূর্ব তুর্কিস্তান। একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইছে উইঘুরদের।[25]

বহুক্ষণ নীরব থেকে, শান্ত ঠান্ডা গলায় মাহমুত স্বগতোক্তির মতো করে বলছিল, 'উইঘুররা সব সময় একেবারেই মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় নেমেছে। ১৯৯৭ সালে ঘুলঝাতে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে গ্রেফতার হওয়া অনেকের পরনেই ছিল কাফনের কাপড়। মরার প্রস্তুতি নিয়েই মিছিলে এসেছিল তারা। আমাকে বলুন, কখন একজন মানুষ কাফনের কাপড় পরে রাস্তায় নামে? যখন জীবনের সবকিছু হারিয়ে তার হারানোর কিছুই থাকে না, তখনই তো, তাই না? উইঘুররা ঠিক একই অবস্থায় রাস্তায় নেমেছে বারবার; কিন্তু প্রত্যেকবারই চীন সরকার কথা বলেছে বন্দুকের ভাষায়, জঙ্গলের আইনে।'

চোখে একটা দীপ্তি খেলে গেল মাহমুত করিমের। একটু হাসার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'এত সুন্দর একটা জায়গা আল্লাহ ধ্বংস হতে দেবেন না। একদিন অবশ্যই সবাই উঠে দাঁড়াবে। সুদিন আসবেই।'

ইন শা আল্লাহ আমরাও মাহমুতের মতো দৃঢ়ভাবে, খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সুদিন আসবেই।

মোহাম্মদ এনামুল হক
লেখক, "কাশগড়- কত না অশ্রুজল"

24 China's Massive Belt and Road Initiative. Andrew Chatzky & James McBride. Council On Foreign Relations, January 28th, 2020. https://tinyurl.com/yy59trvb

25 China's secret internment camps. Vox. May 7th, 2019. https://tinyurl.com/y5bpg7mr

AL EHSAAN ACADEMY LEICESTER

Organised by: EHSAAN FOUNDATION

England Reg, Charity No. 1178442

MOSQUE & MADRASAH PROJECT

A Great Opportunity for Sadaqag Haaryah (ongoing charity) For you and loved one

URGENT APPEAL FOR
£490,000
(313 Ashabe Badrin Sponsore)
BY £1565

Assalaamuaikum
Dear Respected All,
We hope by the will of Allah you are in the best of imaan and health.

By the grace of Allah we here on Evington Rd Leicester (prime location) are in the process of purchasing the existing place that is being rented for last few years.

The current academy attracts people from all backgrounds and ethnicity. The academy will be running several activities such as musallah five time prayers jumua also weekdays and weekend schools, tafseerul quran in English and other languages And dawah taleem for all. (The place is overwhelmingly busy but regrettably there is insufficient space. There is demand for more.)

Urgent Needed £490,000 pounds.

We humbly request you to help us for the sake of Allah with whatever way possible, May Allah reward you and increase the barakah in your provisions and family.

Continue to make duaa for the Academy.

On behalf of Al Ehsaan Academy Leicester

WE ARE BUYING
4700 SQURE FT
BY
£490,000
DONATE
£105
FOR 1 SQUARE FT

Text Donation
0788 344 4892

PROJECTS:

Ashab-E-Badr Sponsor £1565
(From the 313 Companions of Badr) Plus
Name on the Ashab-E-Badr Wall
with the Sahabah

1 Squre ft.....£105
(4700 square ft total area)

Daily Donation £1
Full Year.....£365

Monthly Donation £10
Full Year.....£120

WAYS TO DONATE

BANK DETAILS:
BARCLAYES BANK
EHSAAN FOUNDATION
SORT CODE: 20-49-17
AC NO.: 80755168

For More Information Please Conatct
Mufti Shah Hifjul Karim
M : 0788 344 4892

92-96 Evington Road
Leicester LE2 1HH

www.alehsaanacademy.org
info@alehsaanacademy.org

Find us on:

সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্রের ধর্ম বাসনা

-মনির আহমেদ মনির

১৫ মার্চ ২০২২, দক্ষিণ ভারতের আদালতে রায় দেওয়া হলো হিজাব ইসলামের অপরিহার্য অংশ নয়। এর আগে ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট মুসলিম সমাজে স্বামীর উচ্চারিত তিন বার 'তালাক' শব্দে বিবাহ বিচ্ছেদ রীতিকে (তালাক-এ-বিদ্দত) অবৈধ ঘোষণা করে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। আবার বিভিন্ন দেশে ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বইগুলোকে রাষ্ট্র কর্তৃক উগ্রবাদী বই হিসেবে চিহ্নিত করতে দেখা যায়। রাষ্ট্রের দেয়া উগ্রবাদী বা জঙ্গি চেনার ইন্ডিকেটরের সাথে মিলে যেতে দেখা যায় ধার্মিক মুসলিমদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য বা সুন্নাহ ভিত্তিক জীবনযাত্রা। ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রের চোখে নবীজীর জীবনী হয়ে যায় উগ্রবাদী বই আর টাখনুর উপর কাপড় পড়া হয়ে যায় জঙ্গির আলামত। রাষ্ট্রের এসকল কার্যকলাপে অনেকেই বিস্মিত হন, ধর্মের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আরোপে ক্ষুব্ধ হন। আবার সমাজের বড় একটি অংশ এমনটি কেন ঘটছে ঠিক ঠাহর করতে পারেন না। এই সমস্যাটা বুঝতে আমাদের প্রথমে রাষ্ট্রের(State) চরিত্রের দিকে নজর দেয়া জরুরি, বিশেষত সেক্যুলার রাষ্ট্রের।

সেক্যুলার রাষ্ট্র নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্ম থেকে পৃথক দাবি করলেও তার নিজেরই রয়েছে নিজস্ব ধর্মভাব। রাষ্ট্র সর্বদা নাগরিকদের অখণ্ড, নিরবিচ্ছিন্ন ও নিঃশর্ত আনুগত্য দাবি করে। যেমনটা আমরা ধর্মকে তার অনুসারীদের প্রতি করতে দেখি। রাষ্ট্র পবিত্রতার কতগুলো সিম্বল নির্মাণ করে। যেমন: জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, শহিদ মিনার, জাতির জনক ইত্যাদি। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় দাঁড়ানো, জাতির জনকের সম্মানে বিশেষ আইন, শহিদ মিনারে ভক্তিভরে নগ্ন পদে যাওয়া ইত্যাদি বিধিমালা রাষ্ট্রীয় সিম্বলে পবিত্রতা আরোপ করে। যেমন কিছু সিম্বল ও স্থাপনার প্রতি পবিত্রতা আরোপ আমরা সকল ধর্মের মাঝেই দেখতে পাই।

কেউ আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের পতাকাকে লাঞ্ছনা করলে বা শহিদ মিনারের 'অবমাননা' করলে, এমনকি জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করার কথা বললেও সেটা রাষ্ট্রদ্রোহীতার পর্যায়ে ফেলা হয়; ঠিক যেমনটা আমরা দেখি ধর্ম ধর্মদ্রোহীতাকে অনেক সময় রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে শাস্তির কথা বলে। কেউ যদি রাষ্ট্রের স্থপতির বিরুদ্ধে কিছু বলে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। রাষ্ট্রের স্থপতির অবমাননা বন্ধে করা হয় কঠোর আইন। আবার, ধর্মের পরিসরে, যেমন ইসলামে, কেউ যদি রাসুলের কটুক্তি-অবমাননা করে, সেই 'শাতিমে রাসুল' শাস্তিযোগ্য হয়। তথাকথিত সেক্যুলার রাষ্ট্রের আদালতের কোন সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করলে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। পবিত্রতা তখন শুধু ধর্মের জগতেরই বোধ নয়, রাষ্ট্র ও রাজনীতির ইহপরিমন্ডলেরও এর উপস্থিতি প্রকটভাবে লক্ষণীয়।

রাষ্ট্রের জাতীয় উৎসবগুলো ধর্মের আচার অনুষ্ঠানেরই সদৃশ। ধর্মের আছে দোজখ/নরক আর রাষ্ট্রের আছে কারাগার, পাইক-বরকন্দাজ ও শাস্তির নানা কারিগরি। রাষ্ট্রের কাছে সংবিধান 'বিধান' এর মর্যাদা পায়, যেমন ধর্মও বিধান দেয়। ধার্মিক বরাত দেয় ধর্মগ্রন্থের, আর রাষ্ট্র দেয় সংবিধানের। শহিদ মিনারে খালি পায়ে উঠবার যে পবিত্রানুভুতির নির্মাণ চলে, তা-ও সেক্যুলারিজমের ধর্ম হয়ে উঠবার নজির, রাষ্ট্রের ধর্ম হয়ে উঠবার বাসনার প্রতীক। রাষ্ট্রভাষাকে সেক্যুলারিজম ডিফেন্ড করে কিন্তু, যখনি রাষ্ট্রধর্মের প্রসঙ্গ আসে তখন সেকুলার রাষ্ট্রের ভিন্নরূপ দেখা যায়।

সেক্যুলারিজম রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করার কথা বলে নিজেই ধর্মের রূপে আবির্ভূত হয়। ধর্মের সীমারেখা টেনে দেয়, কোথায় কতটুকু ধর্ম পালন করা যাবে তাও নির্ধারণ করে দেয় সেক্যুলার রাষ্ট্র। ধর্মের ব্যাপারে নানা সীদ্ধান্ত তারা প্রদান করে। ধর্মের ভেতরে কিছু প্রবেশ ও কিছু বাদ ক্ষমতা নিজের কাছে রাখে। যেমন ভারতের তিন তালাক বিষয়ক আদালতের রায়। মাদ্রাসার উপর চায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে, সেক্যুলার রাষ্ট্রের এই ধর্মীয় বাসনার মাঝেই ধর্মের সাথে তার অম্ল মধুর সম্পর্কের শিকড়ের সন্ধান মেলে।

রাষ্ট্রের এই ধর্মবাসনার প্রসঙ্গ আলাপ করেছেন W.T Cavanaugh তাঁর Migration of the Holy-(২০১১)-তে। Cavanaugh দেখাচ্ছেন, যদিও ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার কথা বলা হয়, তবে আসল কথা হলো, পবিত্রতার ধারণা চার্চএর বদলে জাতিরাষ্ট্রের দিকে স্থানান্তরিত হয়। চার্চের ভূমিকা দখল করে নেয় জাতিরাষ্ট্র । এটাকে তিনি migration of the holy ব'লে অভিহিত করেন। জাতিরাষ্ট্রই হয়ে উঠে আধুনিক চার্চ।

তিনি তাঁর Myth of religious Violence (২০০৯) বইয়ে দেখান, ধর্মসাপেক্ষতা-ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্ম-রাজনীতি এই যে যুগ্মবৈপরীত্ব বা বাইনারিসমূহ এগুলো পশ্চিমা আবিস্কার । তিনি এই বইটিতে প্রায় চল্লিশটি উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, "ধর্ম সমস্যা আর রাষ্ট্র সমাধান" এটি ভুয়া কথা। সেকুলার ন্যাশন স্টেটকে সবকিছুর দাওয়াই ভাবাই একটা সমস্যা,

সমাধান তো নয়ই। হোসে কাসানাভোর ফ্রেইজ ব্যবহার করে তিনি ধর্মের(ক্যাথলিক বনাম প্রোটেস্টান্ট) নামে পরিচালিত যুদ্ধ যে আসলে "wars of early modern European state formation" বা "প্রাক-আধুনিক ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্র গঠনের যুদ্ধ" সেটিকে সামনে আনেন।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে ছোট ছোট তিনটি বেতার-কথিকা প্রচার করেন। The false God of Science, The false God of Nationalism, The false God of Money এ শিরোনামত্রয়ীতে। "জাতীয়তাবাদের মিথ্যা খোদা" কথিকায় তিনি দেখান, একালে জাতীয়তাবাদ ধর্ম হয়ে উঠেছে, আর এই জাতীয়তাবাদের আকীদা-বাক্য: ``My country—right or Wrong"। তিনি তুলে ধরেন সেই ১৯৫৩ তেই যে, বিজ্ঞানও একালে ধর্মের জায়গা নিয়ে নিয়েছে, মানি নিয়েছে খোদার জায়গা, সবাই যেন পূজো করছে রাষ্ট্রের, বিজ্ঞানের আর অর্থের।

আর, কার্ল স্মিত তাঁর Political Theology বা রাজনীতির ধর্মতত্ত্ব বইয়ে দেখাচ্ছেন: রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো "Secularized theological concept"। থিওলোজি থেকে রাষ্ট্রতত্ত্ব-এ স্থানান্তরিত হয়েছে অনেক ধারণা। ধর্মের Omnipotent God হয়ে যায় 'সেকুলার রাষ্ট্র'-এর Omnipotent Law-giver। তাঁর মতে, কর্তৃত্ব, আইনের প্রাধান্য, পবিত্রতা, মুক্তি, পরিশুদ্ধি ইত্যাদি অনেক ধারণাই ধর্মাগত। প্রকৃত প্রস্তাবেই তো, 'সুনীতি'র বহু ধারণা মানুষের যুগ যুগান্তরব্যাপী ধর্মচর্চার ফল।' সম্ভবত "The Jewish Question" বইয়ে কার্ল মার্ক্সও বলেন: রাষ্ট্র ইহলোকের ধর্ম হতে চায়, আর ধর্মকে রাখতে চায় পারলৌকিক রাষ্ট্র করে।

সেক্যুলার জাতি রাষ্ট্রের এই ধর্ম হয়ে উঠার প্রবণতা ও বাকি ধর্মের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে অপরাপর ধর্ম ও মতাদর্শের জন্য হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিশেষভাবে যে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার দাবি করে বা রাষ্ট্রকে ধর্ম অনুসারে পরিচালনার বাসনা রাখে তারা স্বভাবতই সেক্যুলার রাষ্ট্রের তরফ থেকে বাঁধার সম্মুখীন হয়। সামগ্রিক ধর্মের অনুসারী ও সেক্যুলার রাষ্ট্র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। যে মুসলিমরাই রাষ্ট্রে সেক্যুলার ডগমার স্থলে ইসলামকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় তারাই সেক্যুলার রাষ্ট্রের চোখে শত্রুপক্ষ তথা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তারা সেক্যুলার দর্পণে হয়ে যায় অপরাধী, প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী। রাষ্ট্রে একসাথে ইসলাম ও সেক্যুলারিজম নামক দুই পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ চলা সম্ভব নয়। তাই সেকুলার রাষ্ট্রের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ ধর্মচর্চার স্পেস দেয়া অকল্পনীয় ও বাস্তবতাপরিপন্থী।

একজন মুসলিম যখন ধর্মের অবস্থান থেকে শহিদ মিনারে নগ্নপদে পুষ্পার্পণ, জাতীয়তাবাদী পতাকাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ বা নিরবে দাঁড়িয়ে থাকা, জাতীয় সংগীতের বিরোধীতা করে তা সেক্যুলার রাষ্ট্র বেঠিক হিসেবে বিবেচনা করে। তার দেয়া পবিত্রতার উপর আঘাত হিসেবে বিবেচনা করে। আবার কোন মুসলিমকে চাইলেও রাষ্ট্রীয় আইন, অর্থনীতি , রাজনীতি পুরোপুরি ধর্মাশ্রয়ে পালনের সুযোগ সেক্যুলার রাষ্ট্র দিবে না। কারণ এগুলো ইসলাম অনুযায়ী হলে সেক্যুলারিজমের স্বয়ংক্রিয়ভাবে মৃত্যু ঘটবে। সেক্যুলার রাষ্ট্র চাইবে তার অস্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলো বিনাশ করতে। তাই সেক্যুলার রাষ্ট্র যখন কোন বইকে উগ্রবাদী বই হিসেবে সনাক্ত করবে তা অবশ্যই তার নিজস্ব লেন্সে করবে, যাতে তার ফায়দা অর্জিত হয়। তার নিজ আদর্শ ও কর্তৃত্বের জন্য যা বা যারা হুমকি তাকেই অপরাধী বা শত্রু হিসেবে সাব্যস্ত করার পাশাপাশি নানা যুতসই ট্যাগ লাগিয়ে দমনে প্রবৃত্ত হবে।

সাময়িক প্রতিবাদ ও জনচাপে কর্তৃত্বের জন্য সরাসরি বা প্রধান হুমকি নয় এমন কিছু কাজে রাষ্ট্র কর্তৃক বাঁধা না এলেও সামগ্রিক ইসলাম পালন কখনোই সেক্যুলার রাষ্ট্রে সম্ভব নয়। নিরাপদ নির্বিঘ্নে পরিপূর্ণ কোন ধর্ম বা মতবাদ পালন করতে চাইলে প্রয়োজন হবে সে মতাদর্শিক শাসনব্যবস্থার। দুটি পরস্পর বিরোধী দুই মতাদর্শ বা ধর্ম একসাথে কর্তৃত্বশীল হওয়া সম্ভব নয়। সেক্যুলার রাষ্ট্র ধর্মমুক্ত রূপে আবির্ভূত হলেও দিন শেষে নিজেই ধর্মের আদলে ক্রিয়া করে। পূর্বের ধর্মকে বিদায় দিয়ে নিজেই ইহজাগতিক ধর্মে পরিণত হয়।

সহায়তা গ্রহণ ও চয়ন:
রাষ্ট্রের ধর্মভাব শীর্ষক প্রবন্ধ

মনির আহমেদ মনির
লেখক, অনলাইন এক্টিভিস্ট।

"যে মুসলিমরাই রাষ্ট্রে সেক্যুলার ডগমার স্থলে ইসলামকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় তারাই সেক্যুলার রাষ্ট্রের চোখে শত্রুপক্ষ তথা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তারা সেক্যুলার দর্পণে হয়ে যায় অপরাধী, প্রতিক্রিয়াশীল ও মৌলবাদী। রাষ্ট্রে একসাথে ইসলাম ও সেক্যুলারিজম নামক দুই পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ চলা সম্ভব নয়। তাই সেকুলার রাষ্ট্রের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ ধর্মচর্চার স্পেস দেয়া অকল্পনীয় ও বাস্তবতাপরিপন্থী।"

স্মৃতিচর্চা: মনে রাখা ও মনে করা

জগলুল আসাদ

মুখস্থ করাকে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ নেতিবাচক ঠাওরানো হয়। অথচ মুখস্থ রাখা বা মনে রাখা অত্যন্ত দরকারি অভ্যাস। যারা চিন্তা করতে চায়, তাদেরও অনেক কিছু স্মৃতিতে রাখতে হয়। স্মৃতিতে রাখা তথ্য বা বুঝটুকুর কাঁচামাল দিয়ে কোন তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা বা বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার কাজটুকুও করা সম্ভব। যেকোন চিন্তা বা কনসেপ্টকে ভাষার প্রতীকী আশ্রয়ে ধরে রাখা হয়। তাই, ভাষা স্মরণে রাখার পাশাপাশি বুঝটুকুও স্মরণে রাখতে হয়। এককালে একটা বিষয় বুঝেছিলেন, এখন ভুলে গেছেন---এমনো হয়, এমনো আছে। "বোঝা" টাকেও স্মরণে রাখতে হয়। বিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রেও এটা অপ্রযোজ্য নয়!

না বুঝে মূখস্থও ক্ষেত্রবিশেষে উপকারী। যেমন, ছোট বেলায় না বুঝেই নামতা মুখস্থ করা হয়। এটা উপকারে দেয়। ঠিকমতো নামতা মুখস্থ থাকলে বাচ্চারা বেশ বড়সড় গাণিতিক সমস্যা অল্প সময়েই সমাধান করতে পারে। মুখস্থ জিনিসের উপর পরবর্তীকালে আরো জানা ও বোঝার ভিত তৈরি হয়। হাওয়ার উপরে কোন সৌধ গড়া যায়না। যা বোঝা যায়নি, তাও যদি মুখস্থ থাকে, তবে পরে সেটা বুঝে নেওয়া কঠিন হয় না, মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে একসময় বোঝা হয়ে যায়। মুখস্থ ক্ষমতা আল্লাহপ্রদত্ত এক বিরাট শক্তি। এর বদৌলতে মনের ভেতরে একটা শব্দ বা ধ্বনির গুঞ্জরণে জেগে ওঠে পাশাপাশি থাকা আরো আরো শব্দরাশি, এক বাক্য টেনে আনে একের পর এক অপরাপর বাক্যসমূহকে, কখনো-বা চোখে ভেসে ওঠে লিখিত শব্দরাজি, কখনো-বা কানের মধ্যে নীরবে শুনতে পাওয়া যায় মুখস্থ করা বা স্মৃতিতে গেঁথে রাখা কথামালা। মনোযোগী চর্চার মাধ্যমে স্মৃতির প্রাখর্য বাড়ানো সম্ভব।

আমরা আধুনিক মানুষেরা ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছি স্মৃতির শক্তি। এই লেখ্যসভ্যতায় স্মৃতি ও শ্রুতির সংস্কৃতির অনেক সপ্রাণতা ও আস্বাদন আমরা খুইয়ে ফেলেছি। ঔপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরা একবার লিখেছিলেন, মানুষের জীবন বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মরণের সংগ্রাম। এ যুগে ডকুমেন্টেশনের নানা উপায় থাকায় আমাদের স্মৃতিনির্ভরতা কমে গেছে। আমরা আর নিজের স্মৃতির উপর নির্ভর করিনা;আমরা লিখে রাখি বা ডিজিটালি সংরক্ষণ করি তথ্য ও উপাত্ত। প্রয়োজনীয় কিছু মনে রাখার জন্যে আমরা নির্ভর করি স্ক্রীনশটের উপর,আর কপি কপি-পেস্ট করে সংরক্ষণ করি। ফলে স্মরণে রাখবার চেষ্টাটুকুও তিরোহিত হচ্ছে দিন দিন। অনভ্যস্ততাহেতু, কুরআ'নের কোন আয়াত বা সুরা, কবিতার লাইন, কোন লেখার কোন অনুচ্ছেদ মনে রাখতে গেলে মনে রাখা কষ্টকর হয়ে যায়। আমাদের স্মরণরাখবার শক্তি অনাদরে ও অযত্নে, চর্চার অভাবে মরিচাবৃত। সভ্যতা নির্মাণে কলম বা লেখনীর ভূমিকা অপরিসীম, কিন্তু এর জন্যে স্মৃতিচর্চা নিরুৎসাহিত করা জরুরি নয়।

এখনো যারা নিরক্ষর, শুনেছি, তাদের অনেকেরই শ খানেক মোবাইল নাম্বার মুখস্থ আছে। যেহেতু, তথ্য অন্য কোথাও সংরক্ষণের উপায় তাদের নাই, তাই অগত্যা তারা স্মৃতিতেই তথ্য সংগ্রহে রাখে। এখনো অন্ধব্যক্তিদের স্মরণশক্তি ও স্মৃতি অসামান্য। অন্ধ হাফেজ চক্ষুষ্মান যেকোন ব্যক্তির তুলনায় অধিক মুখস্থ করার শক্তিসম্পন্ন । অন্ধত্ব বোধ হয় মানুষের অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলোর শক্তি বাড়িয়ে দেয় । আমাদের স্মৃতি ও স্মরণশক্তির সেই 'আদিম উর্বরতা' হারানোর পেছনে হয়তো দায়ী চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের সর্বগ্রাসী ব্যবহার। চারদিকেই দেখার অজস্র উপাচার । সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুর ব্যবহারই অধিক আমাদের। "seeing is believing"

'আধুনিক' মানুষের জ্ঞানতত্ত্ব। চক্ষুর ব্যবহার কমে এলে হয়তো জেগে উঠবে অপরাপর ইন্দ্রিয়। আমাদের যেসব বাচ্চারা মোবাইলে প্রচুর গেইমস খেলে, অজস্র কার্টুন-টিভি দেখে, তাদের বই পড়ে মনে রাখার শক্তি কমে যায়, তারা মনকে বইয়ে কেন্দ্রীভূত রাখতে প্রায়ই অক্ষম হয়। বাচ্চাদেরকে বইমুখী করতে হবে ,বাচ্চাদের সাথে স্মৃতি-শ্রুতির চর্চা দরকার।

আরব্য সংস্কৃতিতে স্মরণ রাখার সংস্কৃতি চালু ছিল খুব। কোন হাদিস কেউ লিখে রাখলে তার মেধার স্বল্পতা আছে বলে লোকে ভাবতো। মুখস্থ বলতে পারা, মুখস্থ রাখতে পারা সুস্থ ও পূর্ণ সাবালকত্বের লক্ষ্মণ ছিল। তাদের বংশ গৌরব প্রদর্শনের জন্য বা পুর্বপুরুষের স্মৃতি ধরে রাখতে মনে রাখতে হতো 'বংশলতিকা' বা ফ্যামিলি ট্রি, জিনিওলজি। আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানসাধক যারা ছিলেন তাঁদের অনেকের কাছে কোন কিছু পড়ার অর্থ সেটিকে মুখস্থ করাও বোঝাত।

বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারির জন্যে যে এতো এতো আজিনিস-কুজিনিস মুখস্থ করতে হয়, এটার অন্যতম কারণ এটাও যে, স্মৃতি শক্তি আমরা খুইয়ে ফেলেছি কিনা সেটা পরীক্ষা করা।

মুখস্থ করবার চেষ্টা করলেই সম্ভব। আজকাল চেষ্টার তাড়ানাও আমরা বোধ করিনা। খালি জ্ঞান ও বুঝবার ক্ষমতা থাকলেই চলেনা, মুখস্থ রাখবার শক্তি ও চর্চাও দরকার; মনে রাখবার ক্ষমতা একজনকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। "যদ্যপি আমার গুরু" বইতে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ছিল: **কোন কিছু পড়ার পর বই বা এপস বন্ধ করে স্মরণ করবার চেষ্টা করা উচিত। যদি স্মরণ করা যায়, বা বাক্যগুলোকে রিপ্রোডিউস করা যায় তাহলে বুঝতে হবে পড়া হয়েছে। আর, তা না পারলে, বুঝতে হবে পড়া হয় নাই। পড়ার পর ভাবা উচিত কী পড়লাম। হুবুহু স্মরণ করার চেষ্টা করা উচিত কিছু বাক্য বা পদসমষ্টি।** আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্যে এই নসিহত খুব দরকারি। তবে, এখানে আমি পরীক্ষায় বমি করবার মুখস্থচর্চার কথা বলছি না। চাচ্ছি, বুঝশক্তি ও মুখস্থক্ষমতার যুগ্মতা।

জগলুল আসাদ
সম্পাদক: চিন্তাযান

বুজুর্গ উমেদ খাঁ

চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধারের মহানায়ক

সাইফুদ্দীন আহাম্মদ

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ও আধ্যাত্মিক নগরী হিসেবে চট্টগ্রাম আজ সারাবিশ্বে পরিচিত। অথচ একজন ব্যক্তির আগমন না হলে হয়তো এই চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারতো। আর সেই ব্যক্তিটি হলেন মোগল সুবাদার শায়েস্তা খাঁর পুত্র চট্টগ্রাম বিজয়ের মহানায়ক **বুজুর্গ উমেদ খাঁ**।
মধ্যযুগে বঙ্গের সুলতানদের হটিয়ে এক জটিল রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে প্রায় শত বছর চট্টগ্রামে রাজ কায়েম হয়েছিলো মগ দস্যুদের। ফেনী নদী থেকে সমগ্র আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজ্যটি আমাদের কাছে সাহিত্যের ভাষায় পরিচিত "মগের মুল্লুক" নামে। (অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন, মগ অধ্যুষিত চট্টগ্রামের তখন কি হাল)। চট্টগ্রাম থেকে এই মগদের হটিয়ে দেন মোগল সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খাঁ।

১৬৬৬ সালের ২৭ শে জানুয়ারি সেই যে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের (তৎকালীন সুবা বাঙলার) অন্তর্ভুক্ত হলো, এরপর থেকে আর কখনো বাংলার প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক আওতার বাইরে যায়নি চট্টগ্রাম। মোঘল, ব্রিটিশ, পাকিস্তানি, স্বাধীন বাংলাদেশ যখনই যার শাসন ছিলো না কেনো এই ভূখণ্ডে, চট্টগ্রাম সবসময়ই ছিলো বাংলার সাথে, বাংলার প্রবেশদ্বার হিসেবে।

কিন্তু বুজুর্গ উমেদ খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের আগে এই ভূমি বাংলা ছাড়াও কখনো মগ রাজা তো কখনো ত্রিপুরা রাজার করায়ত্ত হতো। শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁ বহিরাগত শাসকদের এমনভাবে বিতাড়িত করেছেন এই ভূমি থেকে চট্টগ্রামকে আর বাংলা থেকে আলাদা করার দুঃসাহস দেখানোর সুযোগ পায়নি প্রতিবেশী রাজ্যগুলো।

যদিও বুজুর্গ উমেদ খাঁর বিজয়ের আগে দুইবার চট্টগ্রাম বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হলেও সে বিজয়গুলো টেকসই ছিলো না।

১ম বার চট্টগ্রাম বিজয়:

১৩৪০ সালে ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের আমলে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম মুসলমানদের অধীনে আসে। চট্টগ্রামের কিংবদন্তিতুল্য বদর পীরও এই বিজয়াভিযানে সুলতানের সঙ্গী হন। ১৩৪৬ সালে এই চট্টগ্রাম দিয়েই বাংলাদেশে প্রবেশ করেন বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা। তিনি তার ভ্রমণ কাহিনীতে চট্টগ্রামকে বঙ্গ সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত সুন্দর নগর হিসেবে বর্ণনা করেন।

২য় বার চট্টগ্রাম বিজয়:

প্রায় ২০০ বছর মুসলিম শাসনামলের পর ১৫১৩ সালে চট্টগ্রাম আবার বাংলার হাতছাড়া হয়। হোসেন শাহী বংশের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেইন শাহের আমলে পাশ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য কর্তৃক চট্টগ্রাম দখল করে নেওয়া হয়।

যদিও ত্রিপুরার এই দখলদারিত্ব বেশিদিন বজায় ছিলো না। অচিরেই সুলতান আলাউদ্দিন হুসেইন শাহের পুত্র সুলতান নশরত শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় (ফাতেহ) করা হয়। চট্টগ্রাম বিজয় করেই সুলতান অঞ্চলটির নাম দেন "ফাতেয়াবাদ"। আজো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ফাতেয়াবাদ অঞ্চলটি সুলতান নশরত শাহের স্মৃতিকে ধারণ করে আছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বড় দীঘির পাড় নামক জায়গাটি মূলত সুলতান নশরত শাহ কতৃক খননকৃত বড় দীঘিকেই নির্দেশ করে। ঐ বড় দীঘিরপাড় নামক জায়গার পাশে সুলতান

নশরত শাহ মসজিদ আজো অস্তিত্ব জারি রেখেছে স্বনামে।

সুলতান নশরত শাহ ত্রিপুরারাজ থেকে চট্টগ্রামকে বিজয় করে আনলেও এই বিজয় টেকসই ছিলো না। যদিও সুলতানের মৃত্যুর পরে আরো পঞ্চাশ বছর চট্টগ্রাম বাংলার সাথে ছিলো। কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক আরাকানরাজের সাথে চট্টগ্রামের দখল নিয়ে বাংলার সুলতানদের সংঘর্ষ লেগেই থাকতো।

১৫৮১ সালে এসে আরাকানরাজ বাংলার আধিপত্য খর্ব করে চট্টগ্রামকে পুরোপুরি আরাকানের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। বারো আউলিয়ার পূণ্যভূমি, বাংলার রাণী চট্টগ্রাম হয়ে যায় আরাকান মগ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের অভয়ারণ্য। মগ - পর্তুগিজ ঐক্যজোট সমগ্র ভাটি বাঙলার জনজীবনকে বিভীষিকাময় করে তোলে। চট্টগ্রামকে ঘাঁটি করে মেঘনা নদীর উপকূলের বিস্তীর্ণ ভূ ভাগে জলদস্যুতা এবং লুটতরাজ চালাতো এই মগ এবং হার্মাদ গোষ্ঠী।

আরাকান রাজা কর্তৃক মোগল শাহজাদাকে হত্যার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বিজয়ের উপলক্ষ্য তৈরি হয়।

সাল ১৬৫৭। মোগল বাদশাহ শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগে গুজব ছড়িয়ে পড়ে দিল্লির বাদশাহ মারা গেছেন। বাদশাহ শাহজাহানের চার পুত্র সিংহাসনের দখল নিয়ে লিপ্ত হয় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে। যুদ্ধে সকল ভাইকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদে বসেন মোগল সাম্রাজ্য তথা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শাসক সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগীর।

আওরঙ্গজেব আলমগীরের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইদের একজন হলো শাহজাদা সুজা। শাহজাদা সুজা ১৬৪০ সাল থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর বাংলার সুবাদার (বর্তমান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী পদমর্যাদায়) ছিলেন। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এই শাহজাদাও। আওরঙ্গজেবের কাছে বিভিন্ন রণাঙ্গনে হারের পর তিনি তার পরিবার ও সৈন্যদের নিয়ে পালাতে শুরু করেন বাঙলার মধ্য দিয়ে।

শাহজাদা সুজার লক্ষ্য ছিলো নোয়াখালী থেকে জাহাজে করে সমুদ্র পথে মক্কা অথবা ইস্তাম্বুল গমন করবেন। কিন্তু বর্ষাকাল এসে যাওয়ায় তা আর হয়ে উঠেনি। এদিকে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বাহিনী প্রতিনিয়ত খোঁজ করছে শাহজাদা সুজার।

আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হওয়া থেকে বাঁচতে তাই শাহজাদা সুজা পাশ্ববর্তী আরাকান রাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আরাকান রাজা শাহজাদা সুজার সেই আবেদনে সাড়া দেন। ১৬৬০ সালের আগস্ট মাসে এককালের পরাক্রমশালী বাঙলার সুবাদার শাহজাদা সুজার ঠাঁই হলো আরাকান রাজ্যে।

কিন্তু ছয় মাসের মাথায় শাহজাদাকে খুন করে আরাকান রাজা। শাহজাদার পরিবারের মেয়েদের করা হয় লাঞ্ছিত এবং ছেলেদের করা হয় কারারুদ্ধ। মোঘল শাহজাদার এই বিয়োগান্ত সংবাদ অচিরেই পৌঁছে যায় দিল্লি বাদশাহ তথা সুজার ভাই আওরঙ্গজেব আলমগীরের কাছে।

নিজ ভাই হলেও ক্ষমতার প্রশ্নে হয়তো কখনোই সুজার প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন না বাদশাহ আওরঙ্গজেব। কিন্তু তাই বলে ভিনদেশী কারো হাতে ভাইয়ের খুন! এ যে তৈমুরী (মোগল) বংশের অবমর্যাদা! প্রতাপশালী বাদশাহ আওরঙ্গজেব কী করে এটা বরদাশত করবেন?

আরাকান রাজ কর্তৃক নিজ ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ নিতে তাই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন বাদশাহ আওরঙ্গজেব। নিজ মামা ও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহচর শায়েস্তা খাঁকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান দিল্লি বাদশাহ আওরঙ্গজেব। আর সুবাদার শায়েস্তা খাঁর প্রতি আওরঙ্গজেবের প্রথম নির্দেশই ছিলো, "মগদের শায়েস্তা করো"।

১৬৬৫ সালের শীতকাল। সুবাদার শায়েস্তা খাঁ এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী গঠন করলেন মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। শায়েস্তা খাঁর প্রথম টার্গেটই ছিলো মগদের হাত থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করা। চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধারের এই মিশনে প্রধান সেনানায়ক হিসেবে যোগ দিলেন সুবাদার শায়েস্তা খাঁর সুযোগ্য পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁ।

বুজুর্গ উমেদ খাঁ একজন ঠান্ডা মাথার কৌশলী সামরিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রশাসক ছিলেন। তিনি বুঝলেন, চট্টগ্রাম বিজয় করতে হলে সমুদ্র এবং স্থল দুই পথেই আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। সমুদ্র পথে আক্রমণ করতে হলে দরকার নৌ ঘাঁটি। আর এই নৌ ঘাঁটি স্থাপনে যুতসই জায়গা হলো সন্দ্বীপ।

কিন্তু সন্দ্বীপে তখন দিলাওয়ার খাঁ নামক সাবেক মোগল সেনাপতির শাসন বজায় ছিলো। তিনি মোগলদের চট্টগ্রাম বিজয়ে সহায়তা করতে রাজি হন নি। আর তাই বুজুর্গ উমেদ খাঁর প্রেরিত নৌ বাহিনী সর্বপ্রথম দিলাওয়ার খাঁকে পরাজিত করে সন্দ্বীপ দখল করে। (সন্দ্বীপের পঞ্চাশ বছরের স্বাধীন সুলতানের প্রতি সম্মান জানিয়ে দ্বীপটির প্রধান সড়কটির নাম দিলাওয়ার খাঁর নামে নামাঙ্কিত সুদীর্ঘকাল ধরে।)

বুজুর্গ উমেদ খাঁর দ্বিতীয় কৌশল ছিলো পর্তুগিজ এবং মগদের মধ্যে বিবাদ বাড়িয়ে মোগলদের পক্ষে সুবিধা আদায় করা। কূটনৈতিক উপায়ে এবং গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এই কাজেও সফল হন তিনি। আর তাই মোঘলদের চট্টগ্রাম আক্রমণের সময় আরাকানদের

কোনোরূপ সাহায্য করেনি পর্তুগিজরা।

১৬৬৬ সালের জানুয়ারি মাস, ফেনী নদী পার হয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছেন বুজুর্গ উমেদ খাঁ। যাত্রাপথে বুজুর্গ উমেদ খাঁ চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার একটা স্থানে যাত্রাবিরতি করেন এবং একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। বুজুর্গ উমেদ খাঁ নির্মিত মসজিদটি আজো আছে এবং সেই গ্রামের নাম এখনো উমেদনগর হিসেবে রয়েছে।

বিশাল সৈন্যবহর সাথে থাকলেও উত্তর চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ জঙ্গল বুজুর্গ উমেদ খাঁর সামনে বাঁধা হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাই তিনি সৈন্যদলকে নির্দেশনা দিলেন যে, গাছ কেটে কেটে রাস্তা তৈরি করে অগ্রসর হও। মোগল সৈন্যদল দিন রাত এক করে রাস্তা তৈরি করলো চট্টগ্রাম প্রবেশের.....

জানুয়ারির শেষদিকে এসে বুজুর্গ উমেদ খাঁর বাহিনী মূল চট্টগ্রাম নগরে এসে পৌঁছায়। এদিকে সমুদ্রপথেও মোগল বাহিনী চট্টগ্রামে নোঙর করতে সক্ষম হয়।

স্থল ও নৌ দুই বাহিনী মিলিত হয়ে ১৬৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি আক্রমণ করে আরাকানদের উপর। আরাকানদের শক্ত ঘাঁটি চাটগিছা কিল্লায় (আন্দরকিল্লা) টানা তিনদিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় মোগল এবং মগদের। অবশেষে ২৬ জানুয়ারি পদানত হয় আরাকান বাহিনী।

১৬৬৬ সালের ২৭ জানুয়ারি বিজয়ী বীরের বেশে আন্দরকিল্লা দুর্গে হেলালী নিশান উড়ান সেনাপতি উমেদ খাঁ। মোঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের নির্দেশে চট্টগ্রামের নতুন নামকরণ করা হয় "ইসলামাবাদ"।

বুজুর্গ উমেদ খাঁর এমন ঐতিহাসিক বিজয়ে স্মরণ করা যায় সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম) বিজয়ের আখ্যান। শত বছর ক্রুসেডারদের দখলে থাকা মুসলিম উম্মাহর প্রথম কিবলাকে দখলমুক্ত করে সুলতান আইয়ুবী যে অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করেন, ঠিক তেমনই একশ বছর মগ আর পর্তুগিজদের দখলে থাকা বারো আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রামকেও দখলমুক্ত করে অবিস্মরণীয় এক কীর্তি স্থাপন করেন বুজুর্গ উমেদ খাঁ।

বারো আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রামে যেনো নতুন করেই ইসলামের আবাদ করেন বুজুর্গ উমেদ খাঁ। তিনি চট্টগ্রামজুড়ে অনেকগুলো মসজিদ, লাইব্রেরি, সরাইখানা স্থাপন করেন। আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ, চন্দনপুরার হামিদিয়া তাজ মসজিদ, চট্টগ্রামের বায়েজিদ থানার অন্তর্গত বটতলীর বায়তুল হামদ হাশেমী মসজিদ মীরসরাই-এর শায়েস্তা খাঁ মসজিদ আজো বুজুর্গ উমেদ খাঁর কীর্তির জানান দেয়।

শুধু মসজিদ নির্মাণ বা ইসলামের বিকাশ সাধন করে থেমে ছিলেন না বুজুর্গ উমেদ খাঁ। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। আর তাই বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাকে নবাব উপাধি প্রদান করে চট্টগ্রামের শাসনভার প্রদান করেন। বুজুর্গ উমেদ খাঁ নিযুক্ত হলেন চট্টগ্রামের প্রথম মোগল ফৌজদার।

ফৌজদার হয়েই তিনি সমগ্র চট্টগ্রামকে অনন্যভাবে গড়ে তোলেন। তৈরি করেন গতিশীল প্রশাসন, সিস্টেমেটিক রাজস্ব ব্যবস্থা এবং সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

চট্টগ্রামের বিজয় করেই নগরীর মধ্যে বসে থেকে বুজুর্গ উমেদ খাঁ ক্ষান্ত হননি, তিনি চট্টগ্রামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাই বিজয়ী হয়েই চট্টগ্রামে আরাম আয়েশ ভোগ করার জন্য বসে না থেকে তিনি মোগল বাহিনীসহ চট্টগ্রাম নগরের দক্ষিণে যাত্রা করেন। কারণ দক্ষিণ দিক থেকেই যে মগরা হানা দেয় বারেবারে।

মগদের ক্রমশ চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে করতে কক্সবাজারের রামু পর্যন্ত পৌঁছান বুজুর্গ উমেদ খাঁ। কিন্তু বর্ষাকাল এসে যাওয়ায় তিনি আর অগ্রসর হননি। আর চট্টগ্রাম থেকে রামু পর্যন্ত রসদ সরবরাহে কষ্ট হওয়ায় বুজুর্গ উমেদ খাঁ রামু হতে কিছুটা পিছিয়ে শঙ্খ (সাঙ্গু) নদীর পাড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন।

মোগল বাহিনী সাঙ্গু নদীর তীরে এসে দুর্গ স্থাপন করেন এবং মোগলদের সীমানা সাঙ্গু নদ পর্যন্ত কার্যকর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এরই লক্ষ্যে সাঙ্গু নদীর তীরে দুইজন সেনানায়ক (আধু খাঁ এবং লক্ষ্মণ সিং) কে এই স্থানে মোতায়েন করেন বুজুর্গ উমেদ খাঁ। এই দুই সেনানায়ক ছিলেন হাজার সৈন্যের নিয়ন্ত্রক। তাই তাদের নামানুসারে স্থানটির নাম হয় দুইহাজারী > দোহাজারী।

ফিরতি বছর চট্টগ্রাম আবার দখল করতে আরাকান থেকে হামলা চালায় মগরা। সাঙ্গু নদী ও আশেপাশের এরিয়ায় মোগলদের সাথে মগদের ৪ টা যুদ্ধ হয়। বুজুর্গ উমেদ খাঁ কর্তৃক নিয়োজিত মোগল সেনাপতি আধু খাঁর বীরত্বে মোগলরা সবগুলো যুদ্ধে জয়ী হয় এবং সাঙ্গু নদী পর্যন্ত মোগল সীমানা বিস্তৃত হয়। নিশ্চিত হয় চট্টগ্রামের প্রতিরক্ষা।

উল্লেখ্য আধু খাঁর বীরত্বে সমগ্র দক্ষিণ চট্টগ্রাম মোগলদের করায়ত্ত হয়। দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার "আধু নগর" ইউনিয়ন আজো আধু খাঁর অস্তিত্বের জানায় দেয় চট্টগ্রামবাসীকে।

আরাকানের মগদের সাথে মোগল বাহিনীর সাঙ্গু নদের পাড়ে সংঘটিত হওয়া যুদ্ধে অনেক মোগল সৈন্য শহিদ হন। তাদের মধ্যে ২২ জনকে রাজকীয়ভাবে দাফন

করা হয় চন্দনাইশ উপজেলার হাশিমপুর ইউনিয়নের বাগিচাহাট নামক এলাকায়।(যার আসল নাম হলো বাগ - ই - শাহ) আজো সেই কবরস্থান তার অস্তিত্ব বজায় রেখে জানান দিচ্ছে, চট্টগ্রামের মাটি তাদের রক্তেই কেনা।

চট্টগ্রাম নগর গঠনে মোগলদের ভূমিকা:

মোগলরা শুধুমাত্র চট্টগ্রাম দখল করে এর সুবিধা নেওয়ার জন্য আসেনি। বরং মোগলরা চট্টগ্রামকে একটা পরিপূর্ণ নগর হিসেবে গড়ে তোলে। চট্টগ্রাম জুড়ে স্থাপিত অনেক মোগল স্থাপনা কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও বেশকিছু এখনো টিকে আছে।

- **আসকার দিঘী। চট্টগ্রামের দ্বিতীয় মোগল ফৌজদার আসকার খাঁ কর্তৃক নির্মীত এই সুবিশাল দীঘি নগরীর কাজির দেউড়ি ও জামালখান মোড়ের মাঝে আজো টিকে রয়েছে।**
- **ঘাট ফরহাদ বেগ। মোগল নবাব ফরহাদ খাঁ কর্তৃক নির্মিত ঘাট।**
- **আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ, ওয়ালী বেগ খাঁ মসজিদ, হামজা খাঁ মসজিদ, কদম মোবারক মসজিদ, হামিদিয়া তাজ মসজিদ, শেখ বাহার উল্লাহ মসজিদসহ নগরজুড়ে থাকা বেশকিছু প্রাচীন মসজিদ মোগল আমলে মোগল স্থাপত্য রীতিতে তৈরি।**

বুজুর্গ উমেদ খাঁর চট্টগ্রামের দুর্গ বিজয় এবং তার অধীনস্থ সেনাপতি আধু খাঁর সাঙ্গু নদের পাড় পর্যন্ত বিজয় বাংলার ইতিহাসের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিজয়ের প্রভাব ছিলো সুদূরপ্রসারী।

সাঙ্গু নদ পর্যন্ত একচ্ছত্র মোগল আধিপত্য পরে ধীরে ধীরে নাফ নদী পর্যন্ত প্রসারিত হয় অর্থাৎ কক্সবাজার ও বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম বিজয় এই অঞ্চলে বাঙলার আধিপত্যকে সুদৃঢ় করে তোলে। পাশ্ববর্তী আরাকান এবং ত্রিপুরাদের তুলনায় বাঙালি জাতি যে শক্তি সামর্থ্যে এগিয়ে, চট্টগ্রাম বিজয় তারই নিদর্শন।

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের হলো, আজো বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সামনেও থাকার কথা। কিন্তু একজন বুজুর্গ উমেদ খাঁ না থাকলে এই চট্টগ্রাম হয়তো আজ আরাকানের মতো (বাঙালি আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হয়েও) হয়তো বাংলাদেশের অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতো না।

কিন্তু যেই বুজুর্গ উমেদ খাঁর জন্য চট্টগ্রাম স্থায়ীভাবে বাংলার অংশ হলো, সেই উমেদ খাঁকে কী আমরা মনে রেখেছি? চট্টগ্রাম জুড়ে অসংখ্য স্থাপনা বিভিন্ন রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের নামে। বিভিন্ন ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু দিবসও পালন হয় আড়ম্বরপূর্ণভাবে। অথচ বুজুর্গ উমেদ খাঁর নামে কোনো কিছুই নেই সমগ্র বাংলাদেশে এমনকি তার বিজয়কৃত চট্টগ্রামেও। চট্টগ্রাম বিজয়ের দিবসও পালিত হয় না এই নগরের কোথাও।

জাতি হিসেবে চট্টগ্রাম বিজয় আমাদের জন্য যতটা গৌরবের, চট্টগ্রাম বিজয়ের মহানায়ককে স্মরণে না রাখাটা কি ততটাই লজ্জার নয়?

সাইফুদ্দিন আহাম্মদ
শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বুজুর্গ উমেদ খাঁ **দেখতে লাল ইউটিউব বাটনে ক্লিক করুন**

ASSAM Emergence of Islam and NRC Crisis

Saifuddin Ahmed

Assam is a neighbouring Indian province of Bangladesh. As such, after West Bengal Bangladesh it has the most linguistic and cultural similarities with Assam. Surprisingly, compared to West Bengal we hardly know much about Assam.

Assam is a neighbouring Indian province of Bangladesh. As such, after West Bengal Bangladesh it has the most linguistic and cultural similarities with Assam. Surprisingly, compared to West Bengal we hardly know much about Assam.

Just as we have linguistic similarities with Assam, there are religious and traditional similarities. At present, Assam ranks after Kashmir and Lakshadweep, in India, in terms of Muslim percentage.

Seven states of India called the Seven Sisters are isolated from its mainland. Apart from Tripura and Manipur, the other four Sisters were originally from Assam. After the dividing Assam, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh were formed.

The central government of India has always feared that the Seven Sisters might be out of its hands due to geographical isolation, cultural and historical differences. More so, if the Hindu majority become a minority in the Seven Sisters, then that fear is more likely to materialize. In addition, except for Tripura and Assam, the remaining five states of the Seven Sisters populations are majority of Christian faith.

Christian-majority states are less likely to pose an initial threat to India because there is no Christian country around India. But the country's policymakers believe that a state with a Muslim majority could be dangerous for India. If that one state is isolated from the mainland the fear increases which is why Assam's growing Muslim population is frightening Delhi. And so, the central government of India is taking various steps which concerning the Muslims of Assam. Added to the historical conflict between the old Assamese speakers and the Bengali speakers.

The Assamese government and the central government of India have been trying for decades to identify Bengali Muslims as outsiders. According to them, Bengali Muslims are just Bangladeshi infiltrators! When the true history is this is a clear propaganda. Such false propaganda has been going on for decades and has made the lives of the Muslims there unbearable.

Bengali Muslims are the only victims of such hatred and resentment of the state apparatus and the majority Assamese.

Today Assam is a valley where the security crisis of Bengali Muslims has taken a definite shape.

This time our episode is about Assam. In this episode we will learn about the emergence of Islam in Assam, illegal Bangladeshi theory, the division of Muslims in Assam and the demands of Assamese.

1...

Islam and Assam

The Muslims of Assam account for 40% of the total population.

Assam will be a Muslim-majority province in the near future, according to various surveys. Although the Muslim population

of the province was 24% in 1951, it has increased to 40% in 70 years. According to various Indian demographics, Assam will be the Muslim-majority province by 2050.

How is Islam propagated in Assam

Assam never came under Muslim rule completely in the Middle Ages. Bakhtiyar Khilji's campaign on Assam in 1206, Alauddin Hussain Shah's campaign in 1498, Nusrat Shah's campaign in 1527, and Tabarak Khan's campaign in 1532 were not entirely successful. As a result, for a long time this region around Bengal was under the Ahom kings.

Eventually, the capital of Assam was first captured by the Muslims during the reign of Aurangzeb Alamgir, the greatest king of the Mughal Empire. In 1662 by Mir Jumla, the subadar of Bengal, with the exception of the hill area, all Assam came under the control of the Mughals. However, this victory did not last long as Mir Jumla died on his way to Dhaka from Assam in 1663.

Ahom king recaptured Assam taking advantage of the death of Mir Jumla. Aurangzeb then sent troops led by Ramsingh to retake Assam. But after several battles, Ramsingh was finally defeated by the Ahom kings in 1671. Aurangzeb, meanwhile, became preoccupied with the Southern part of India, and did not get to focus on Assam. It can be said that in the Mughal period or its previous Sultanate period they never established a lasting and sustainable central or Muslim rule in Assam.

The Ahom kings ruled until 1815, maintaining their sovereignty. However, the neighboring state of Koch in Assam was a tributary state of the Mughals during the Mughal period.

With the defeat by the Burmese king in 1815, the first foreign power arrived in Assam. Then in 1826 the British rule came to Assam after the Burmese King got defeated by the British Raj. Thus, Assam for the first time came under the Central Government of India in 1828.

We see from history that during the long period of the Middle Ages, the whole of Assam did not come under permanent Muslim rule.

Some parts of Assam were under Muslim rule for a while. At that time, therefore, Islam was not propagated in Assam through the state power. The Assamese people came under the shadow of Islam, mainly through Sufi saints, war veterans and Muslim traders.

2.

How did the propaganda of 'Illegal Bangladeshi theory' start

Soon after the British occupied Assam, they planned to cultivate tea in the hill areas of Assam. But due to the very small population of Assam, many workers were brought to the province from Bihar and Chhattisgarh. Thus began a massive influx of people to Assam from outside. However, there were very few Muslims among the tea farmers from Bihar and Chhattisgarh.

In order to meet the food needs of these workers, a good number of farmers migrated to Assam from East Bengal which is Bangladesh today. Most of these peasant migrants were Muslims and by no means was illegal as back then Assam and East Bengal were the same country.

The biggest change in the demographics of Assam came with the allocation of a large part of the greater Rangpur district of East Bengal and the greater Sylhet district to Assam by the British Raj. When the areas of Goalpara and Dhubri in Rangpur were given to Assam from East Bengal, the Muslim population in Assam increased tremendously as Rangpur is a Muslim majority area.

Today Goalpara and Dhubri districts have been divided into 5 districts in Assam. According to WW Hunter's 'Statistical Account of Goalpara' (pp. 32-34), when Assam became a new province in 1874, the

British included Goalpara district in Assam. Goalpara district inhabited by Bengali Muslims has been dominated by Assam government since that time.

In 1874, the British government annexed Sylhet - an integral part of Bengal, from Bengal to Assam. And then due to various economic and administrative reasons, a number of Bengali-speaking Sylhetis started migrating to Assam.

Until 1947, Sylhet was part of Assam Therefore, some people migrated to Assam naturally before 1947. Besides, many Bengalis settled in Assam due to working on the Assam-Bengal Railway.

Also, the three districts of Barak Valley, which has a majority Bengali population in Assam, are mainly composed of three and a half police stations in Sylhet district. Even after winning the referendum in 1947, Karimganj in Sylhet was given to India by the British Raj instead of Bangladesh.

In other words, Assam got 5 districts of Brahmaputra valley and 3 districts of Barak valley mainly from East Bengal i.e., present day Bangladesh.

The import and export of tea and other products produced in Assam was mostly through the port of Chittagong, essentially is Bangladesh and so naturally many Bengalis migrated to Assam for commercial reasons.

Mohammad Sadullah came to power in the 1939 general elections in Assam, as a testament to the political power of the vast Muslim population of Assam.

In this way the Bengali community in Assam became stronger and a significant figure which rose to the top of power during the British rule. In other words, the Muslim community in Assam also became stronger because the British cut off the districts of East Bengal and gave them to Assam. There was no massive incursion here during the British period, it is unimaginable that there was any incursion during the Bangladesh period. The increase in the number of Bengali Muslims, mainly Muslims in Assam, has angered Assamese, especially Assamese Hindus. In post-British Assam which intensified anti-Bengali Muslim sentiment.

3.

What do Assamese want

The long-standing demand of the Assamese people is to do NRC. That means the government will list the people of Assam. Those who are not on the list are illegal immigrants and have to be expelled from Assam. Although the Congress government passed the NRC bill, it never made a list of citizens. As a result, the Assamese became angry with the Congress.

This conflict was the Assamese-Bengali conflict, which is not a Hindu-Muslim conflict. When the BJP formed the government of Assam in 2016, it passed a new bill called the Citizenship Amendment Act "CAA". The "CAA" escalates the conflict across Assam and turns ethnic issues into religious ones.

The main point of the "CAA" bill is that non-Muslims will get Indian citizenship even if they are removed from the NRC list. Not only the Muslim community protested against this "CAA" bill, but also the Assamese people did not accept it. According to Assamese, they want Assam free of illegal immigrants, not just illegal Muslim immigrants.

At present there are 4 major parties in Assam

i) Assamese Hindus: They want Bengali-speaking people of all, Hindu, or Muslim to be declared illegal immigrants.

ii) Assamese Muslim: They are silent about NRC. But against the CAA.

iii) Bengali Muslim: NRC is being done mainly to prove this party as external.

iv) Bengali Hindus: Most of them are emerging in the NRC as outsiders.

However, the BJP government has made a separate "CAA" bill to give them citizenship. For this a large part of the Assamese population (Hindu + Muslim) is angry.

In other words, the Assamese-Bengali conflict has now largely turned into a Hindu-Muslim conflict. It is important to investigate and find out the answers to some questions before launching propaganda against Bengali Assamese. Is the anger of Assamese about illegal Bangladeshi infiltration really true or imaginary? Has there really been any infiltration from Bangladesh to Assam? The correct answer will help the lives of millions of accused Bengali Muslims.

Current situation in Assam

Assam, India's second largest Muslim state, is heading for a volatile situation. To understand the current situation in Assam, it is necessary to first look at their ethnographic identity and demographics. 48% of the total population of Assam speaks Assamese, and 28% speak Bengali. On the other hand, the Muslim population of Assam is now 40% of the total population. This means, apart from Bengali speaking people, there are a large number of Assamese speaking Muslims in Assam. Besides, not all Bengalis are Muslims. There are also a significant number of Hindus among the Bengali speakers in Assam. Even than the perception in Assam now is that Bengali speakers means Muslims, more specifically they are being presented as illegal Bangladeshi Muslims.

The Barak Valley in the state of Assam is completely inhabited by Bengali Muslims. On the other hand, some districts of Brahmaputra Valley are inhabited by Muslims (Bengali + Assamese) and the rest of the districts are predominantly Assamese (mainly Hindu) and the tribal Hindu. The Bengali Hindu community is predominant in one district of Barak Valley and the rest is spread across Assam.

The total number of Muslims in Assam is 14 million. Of this, 9.7 million are Bengali origin Muslims and the remaining 4.3 million are Muslims of Assamese origin. Assamese nationalists have no problem with the nationality of these 4.3 million Muslims. Assamese nationalists do not consider Assamese Muslims as outsiders. The main problem of Assamese is with the 9.7 million Bengali origin Muslims and most of the Assamese also want to expel Hindu Bengalis from Assam. However, due to the different political policies of the ruling BJP, the focus of Assamese nationalists right now is only on the expulsion of Bengali Muslims. The BJP has successfully transformed the nationalist problem into a religious one.

4.

Of the three districts in the Barak Valley under the former Sylhet district, two have a Bengali Muslim majority and one has a Bengali Hindu majority.

A) Hailakandi district (religiously 60% Muslim. Ethnically 85% Bengali and 7% Hindi speaking).

B) Karimganj District (Religiously 57% Muslim. Ethnically 87% Bengali and 6% Hindi speaking).

C) Cachar District (Religiously 38% Muslim. Ethnically 75% Bengali and 9% Hindi speaking).

Of the 12 districts in Lower Assam, five are Muslim-majority districts.

A) Dhubri district (religiously 80% Muslim. Ethnically 30% Bengali and 66% Assamese)

B) Barpeta district (religiously 71% Muslim. Ethnically 62% Bengali and 36% Assamese)

C) Goalpara district (religiously 58% Muslim. Ethnically 30% Bengali and 52% Assamese).

D) Bongaigaon (Religiously 50% Muslim. Ethnically 45% Bengali and 50% Assamese).

E) South Salmara District (Religiously 95% Muslim. Ethnically 40% Bengali and 59% Assamese).

There are also significant numbers of Muslims in the three districts of Lower Assam.

A) Kamrup (40% Muslim).

B) Nalbari (35% Muslim).

C) Kokrajhar (28% Muslims).

There are 8 districts in Central Assam. Three of these districts are inhabited by Muslims.

A) Nagaon (religiously 55% Muslim. Ethnically 29% Bengali and 63% Assamese).

B) Morigaon (Religiously 53% Muslim. Ethnically 22% Bengali and 73% Assamese).

C) Hojai (religiously 54% Muslim).

There is only one Muslim-majority district

out of 7 districts in North Assam.

A) Darrang (religiously 64% Muslim. Ethnically 49% Bengali and 49% Assamese).

Note that there is no Muslim majority district in Upper Assam.

In other words, 11 out of 32 districts of Assam now have Muslim majority. Assam is expected to be a Muslim-majority state soon. And That's why, the administration of Assam is on the path of taking strict action against the Muslims. According to them, most of the Muslims in Assam are illegal Bangladeshis. However, there is no evidence to support their claim.

5..

NRC:

The Assamese people have long demanded that a census be conducted in Assam. This will identify millions of illegal Bangladeshi Muslims. According to Assamese, there are more than 4 million illegal Muslim Bengalis in Assam.

In 2019, the BJP performed NRC across Assam. According to the NRC, 1.9 million citizens name came as illegal. Of these, only 3 hundred thousand were Muslims. With this, the illegal Bangladeshi Muslim theory of Assamese has become practically obsolete.

Is 3 hundred thousand Muslims excluded from NRC illegal

The simple answer to this question is no. Assam wants to see pre-1971 documents to verify the citizenship of its people. Most of the Bengali Muslims in Assam are poor peasants. Those who live on the banks of the river Brahmaputra. Their address has also changed many times due to repeated erosion of Brahmaputra River. Is it possible for these poor people to collect so many documents?

In Bangladesh too, thousands of people become homeless every year due to erosion of Jamuna, Teesta and Brahmaputra rivers. Their last refuge is in the slums of different cities. These people do not have a permanent

home. Similarly, the permanent habitat of many poor Muslims in the riverside areas of Assam has been lost due to river erosion. Many have to accept slum life. Sad, but true is that they have to accept the badge of illegal Bangladeshis because they do not have a permanent residence. The comment of those in power is that, save lives later, first they have to have all the documents of a hundred years ready in hand! If they cannot show correct paperwork then it will be assumed that they are not residents of Assam, their identity will be illegal Bangladeshi infiltrators.

Bangladesh's clear statement in the context of Assam citizenship

Not only 1971, but history also shows that Muslims did not enter Assam from Bangladesh after 1947. Because the social and economic condition of Bangladesh is much better than Assam.

In addition, illegal immigrants can come only when the legal residents give shelter. The Muslim Bengali people of Assam are already poor, and it is not possible for them to bring in new guests.

Regarding the illegal entry of Bangladeshis in Assam, the Foreign Minister of Bangladesh said:

"Fifty percent of the people in India still can't use a good toilet, while ninety percent of the people in Bangladesh are using it. The people of Bangladesh are no longer starving. There is no famine here."

Reasons for Muslim growth:

The number of Muslims in Assam is slowly increasing mainly due to the high birth rate. And not only in Assam, but in every state of India, the Muslim population is constantly growing. And it is not just the Muslim population that is growing in India. The growth rate of the Muslim population is relatively high all over the world. Besides Assam and West Bengal, the number of Muslims in Bangladesh is also increasing. Due to the high birth rate and the influence of da'wah activities, the number of Muslims is increasing. However, ignoring this reality, Assamese are writing horror novels of fictional Muslim migration.

6.

The question arises, why the people of Assam believe in the illegal Bangladeshi theory

The vast majority of Bengali Muslims in Assam live on the banks of the Brahmaputra. But as the riverbank area is underdeveloped, the job opportunities there are decreasing day by day. In the hope of employment, a large number of Bengali Muslims are moving to the cities of Assam in recent times. And the urban society thinks that they are illegal Bangladeshis. However, the investigation says that they are in fact the people of the riverbank areas of their country.

Fear of Muslim growth and loss of power

Due to the presence of Sylhet with Assam, the Muslim population of Assam was very strong in the 1930s and Mohammad Sadullah came to power in Assam based on this.

After the partition of India in 1947, Sylhet became Bangladesh. The influence of the Muslim population of Assam was greatly diminished. But after 60 years, Assam is on its way to becoming a Muslim-majori-

District (In Assam)	Religiously (Muslim)	Ethnically	
		Bengali	Hindi Speaking or Assamese
Hailakandi	60%	85%	7%
Karimganj	57%	87%	6%
Cachar	38%	75%	9%
Dhubri	80%	30%	66%
Barpeta	71%	62%	36%
Goalpara	58%	30%	52%
Bongaigaon	50%	45%	50%
South Salmara	95%	40%	59%
Kamrup	40%	60%	60%
Nalbari	45%	60%	60%
Kokrajhar	28%	60%	60%
Nagaon	55%	29%	63%
Morigaon	53%	22%	73%
Hojai	54%	60%	60%
Darrang	64%	49%	49%

Statistics of Percentage of Assamese Nation

ty state again due to its high birth rate and spread of Islam. And naturally it can be said that eventually Muslims will come to power in Assam. That is why the current rulers are reluctant to see Assam as a Muslim-majority province.

The central governments covering up the exploitation

Assam is one of the richest states in India in terms of natural resources. Although Assam is rich in various natural resources including oil and gas, it is one of the least developed states in India. The main reason for this is the plunder of wealth by the elite ruling class in Delhi, Gujarat and Mumbai.

The people of Assam have spoken out against this looting many times in the past. So, a great struggle for independence was organized all over Assam. The Indian government brutally suppressed this movement. The Divide and Rules Policy is being implemented in Assam so that these movements do not take root in the future. The Assamese people are being pushed towards religious division. Because the boundless plunder of Delhi and Gujarat can only be concealed by this religious incitement. As long as Assamese Hindus and Muslims are divided and quarrel among themselves, no independence movement will be organized in Assam, New Delhi is clearly aware of this. The biggest beneficiaries of Hindu-Muslim, Bengali-Assamese animosity and jealousy in Assam are the ruling class of Delhi and the Marwaris of Gujarat.

Besides, various Assamese organizations including ULFA have fought for the independence of Assam from time to time. Delhi has apparently succeeded in cornering the ULFA. But Indian intelligence and politicians are speculating that other pro-independence groups in Assam, including the ULFA, could become active again if they get the opportunity. Analysts believe that the trump card of Hindu-Muslim division is being played across Assam to prevent this movement of independence against Delhi from ever rising among the common people of Assam!

One of the reasons for the increase in Muslim population in Assam is that the Muslim-majority Rangpur district of Bengal and part of Sylhet district have been given to Assam. If the Indian government wants to send these Bengali Muslims - the landlords of that region, back to Bangladesh, then many Bangladeshis think that the regions should also be returned to Rangpur and Sylhet districts of Bangladesh. Bengali Muslims are being branded as outsiders by Assamese nationalists. When history says that the Assamese themselves came to Assam from China in the thirteenth century. Now the question comes, how are they landlords? If the Bengali Muslims have to return to Bangladesh, then the Assamese have to be sent back to China for the same reason.

If these millions of Muslims from Assam are expelled from their homeland, then its wave will come to Bangladesh, the neighbouring Muslim state of Assam. Bangladesh's stability and sovereignty will be endangered. The Government of Bangladesh has verbally responded to the NRC issue in Assam, India. According to experts, if Bangladesh fails to stop the implementation of India's NRC, Bangladesh will face a bigger crisis than the Rohingya crisis.

Saifuddin Ahmed
Student: Chhitagong University

ASSAM Emergence of Islam and NRC Crisis দেখতে লাল ইউটিউব বাটনে ক্লিক করুন

ASSAM Part-2 দেখতে লাল ইউটিউব বাটনে ক্লিক করুন

NAWAB NOOR UDDIN MUHAMMAD BAKER JUNG

The last independent Nawab of Bengal who did not get a place in history.

- Saifuddin Ahmed

We all know in a word that Nawab Siraj-ad-Daula was the last independent Nawab of Bengal, Bihar and Orissa. But after the fall of Siraj on June 23, 1757, there was another independent Nawab which existed in Bengal for nearly two and a half decades. And that Nawab was Mughal Prince **Noor Uddin Muhammad Baker Jung.** However the capital Murshidabad was never under his control. He mainly run independent Nawabi in greater North Bengal and fought against the British again and again.

British historian called his struggle as **Fakir Majnu Shah**'s revolt. Writer Syed Shamsul Haque portrayed him as a farmer leader '**Nuruldin**'. In Syed Shamsul Haque's pen, Nuruldin's voice sounded the famous awakening slogan '**Jago Bahe Kunthe Sobai**'.He was a Mughal Prince, cousin of Mughal Emperor **Shah Alam II.**

After the fall of Nawab Siraj in 1757, the British installed Mir Zafar, Mir Qasem and made them as puppet Nawabs in Murshidabad. At that time, Mughal Shahzada Noor Uddin Baker Jung from Delhi came to Rangpur-Dinajpur region as a contender for the Nawab title. He was believed to have been sent from the Mughal royal court.

He understood very well that the British would not accept him. So, from the beginning, Nawab Noor Uddin Baker Jung prepared to fight the British Independence.

In continuation, the historic 'Battle of Masimpur' took place in 1760. In this battle the Nawab gained victory against the British and their stooge Bihar deputy Nawab Ramnarayan's forces.

Prince Shah Alam II, who later became the Mughal Emperor, participated in the **Battle of Masimpur.** After winning in Masimpur, the entire North Bengal was brought under the control of Nawab Noor Uddin Baker Jung. And panic started among the British. The British history, however, did not write anything about the Nawab. According to a group of researchers, the conflict was named by the British as the **"Fakir Rebellion"**

The disgusting historical distortion by the British!

The British described the legitimate and worthy Nawab of Bengal Noor Uddin Baker Jung in their history as a fakir, bandit and terrorist. The British never allowed it to be revealed that they were fighting the Nawab. Because if it was circulated, more and more people would be involved in rebellion all over the country. In the words of the British historian W Hunter, **Majnu Shah was a self-proclaimed nawab and he also denied the Mughal identity of the Nawab. But this is a complete historical distortion.**

The Nawab was accepted by all public of the then Rangpur Dinajpur region. And with the strength of those common people, Nawab Noor Uddin fought the British raj for

about two decades. Till today the only legend whose name is being uttered in Rangpur-Dinajpur region's is - Nawab Noor Uddin!

After the death of the Nawab, the British always kept a close watch on the descendants of Nawab Noor Uddin. So that the identity of the Nawab and his capital was never revealed. It was a crime to talk about it in the entire time of the British era.

Nawab Noor Uddin Baker Jung gave focus on the socio-economic development of the people of Bengal. Nawab Noor Uddin Baker Jung started the construction of his capital at **Phulchowki in Mithapukur upazila of Rangpur district**. But he could not finish it completely.

However, several official buildings, courts, mosques, and palaces were partially completed. None of them are intact now except the mosque. However, the mosque was completed by his son Prince Kamal Uddin.

The British did everything they can to erase this capital of the Nawab from history. All the architecture except the mosque and the living palace were demolished by cannons. Forests were built across the area, So that the trees and the forest swarm into the cantonment of their enemies.

The police regularly carried out intelligence operations in the inhabited areas and surrounding areas of the Nawab family so that no one would spread the story of the Nawab. The British even hid the Nawab's real death year. **The Nawab was martyred on February 15, 1783 but was written in British history 1787.**

About the heroic life and struggle of Nawab Noor Uddin, some anti-British monks wrote the book "***History of The Unknown***". The British government found and destroyed all copies of this book.

Most surprisingly, even after 75 years of the British leaving the country, the history of this country did not recognize their last independent Nawab. The Nawab's struggle was still underestimated as a fakir rebellion as taught by the British. When common sense would make it clear that it is never possible for a common fakir (beggar) or a monk to fight against such a great power. Only a worthy leader who is strong enough to be a monarch could fight such a struggle in India against British aggression.

The descendants of Nawab Noor Uddin Baker Jung still live in Phulchowki. His sixth descendant, Haider Ali Chowdhury, wrote the book "***Post-War Azadi Struggle after Palashi***". In this book, he highlights how hard the British had tried to remove this Nawab from history. Maybe they were successful!

From 1760 to 1783, for 23 long years, the Nawab clashed with the British and her stooges at Zamindars in different parts of North and Central Bengal. But in no way did the British manage to eliminate the Nawab. Finally, in February 1783, a British soldier injured the Nawab from behind in a battle occurred in Mughalhat Union of Patgram upazila in Lalmonirhat district. And the Nawab died a few days later due to that injury. Soon after his martyrdom, the entire capital was captured by the British.

The British then forced the independent Nawab to be buried along the front door of the mosque. This civilized British nation wanted to humiliate the Nawab even after his death!

They later levelled the place and gardened there so that the Nawab's tomb no longer existed. **Prince Kamal**

Uddin, the Nawab's son, completed the mosque's work long after his father's death. But even then, the Muslims had to walk over the Nawab's grave to enter the mosque.

After 1857, **Maulana Karamat Ali Jaunpuri, the then famous scholar, took advantage of his good relationship with the British to remove the dishonouring of the Nawab's grave.** He managed to close the front door and built a small gate on the side. Since then, the front door of this mosque has been closed and everyone enters the mosque through the small gate.

This Nawab and Mughal Prince is associated with several historical names.

i) Bhabani Pathak and Zamidar Joydurga Devi Chowdhurani were associates of the Nawab. A railway station has been named after Debi Choudhurani's name in Rangpur area. The heroine in the novel "Devi Choudhurrani" by the novelist Bankim Chandra is this great woman.

ii) Lal Mani, a wealthy female warrior, served the Nawab after he was hit by a British soldier. Lalmonirhat district was named after this Lalmoni.

iii) Nawab's daughter Lalbibi is the wife of Mughal King Akbar II. And the last Mughal emperor Bahadur Shah was their child. And the grave of Lalbibi, the mother of Bahadur Shah and daughter of Nawab Noor Uddin Baker Jung, is also in Rangpur district. The British shot this great woman directly. Bhavani Pathak was also killed along with the queen on this day.

iv) Queen Bhavani. The famous zamindar of Natore. Nawab Noor Uddin wrote to the Queen inviting her to help in his fight. But the Queen did not respond to his invitation.

v) Also, Nawabganj upazila of Dinajpur was named after the nawab's military base at this place.

Nawab Noor Uddin Baker Jung is the last independent Nawab of Bengal! There was no state level initiative to preserve his memory. Hundreds of other British, including Queen Victoria, Lord Curzon, Carmel, Fuller, who exploited the country, have various structures in the country. However, there is not a small street name in Bangladesh named after Nawab Noor Uddin Baker Jung, who is one of the soldiers of the country's freedom struggled. Even after 75 years of the British departure, this same behaviour is a shame for Bangladeshis as a nation.

So many educational institutions across the country should have been named after such a brave and patriotic warrior like Nawab Noor Uddin Baker Jung. It was necessary to name the military establishment after this brave soldier. The real history of the Nawab should be added to the textbook. But nothing like this happened at all.

If we cannot bring our glorious history out, we will only know about the valour of the heroes of the neighbouring countries. We will not have any history in front of us to boast about our country and our region.

NOOR UDDIN BAKER JUNG দেখতে লাল ইউটিউব বাটনে ক্লিক করুন

Bashir Ahmed (R.)
Shayekh-E-Bagha
(1895-1971)

Bashir Ahmed Sheikh E Bagha (R.)

Hussain Ahmed

Bashir Ahmed Bagha (1895–11th,December 1971), famously known as Sheikh-e-Bagha, was an Indian, later an east Pakistani Islamic scholar, preacher, and politician. In 1929 he founded Bagha Gulapnogor Arabia Islamia Madrasa in Sylhet, Bangladesh, one of the oldest Islamic centres in British India. He named this madrasa the valley of Mujahideen and gave the title, 'land of Bagha is the base of the Mujahideen.

He was one of the close students of Shaykh Hussain Ahmed Madani and played a key role in the Azadi movement. He also became the vice president of Jamiate – Ulama – Islam Pakistan.

Among his students are Shaykhul Hadith Noor Uddin Gohorpuri, and Ameen Uddin Sheikh-e-Katia.

He was born in Bagha, a village of the Sylhet district in 1895 in a respectable family. His father and mother are Khurshid Ali and Salima Khatun. His father was a businessman and used to keep close contact with ulama, and a close spiritual student of Allama Abbas Ali (R.).

Shaykh-e-Bagha finished his primary education in the village maktab. He was an exceptional student and had a very good memory. Later he was admitted to the renowned Islamic school of the Indian subcontinent 'Fulbari Aziria Madrasa'. After completing his studies at this madrasa, he went to Darul uloom Deobond for higher education. There, Maulana Hussain Ahmed Madani advised him to take admission in Muradabad Shahi madrasa. There under the guidance of Allamah Fakhruddin Muradabadi, he completed his graduation in Tafseer, Hadith, Fiqh and other Islamic Sciences.

After returning from Muradabad, he went to Shaykh Hussain Ahmed Madani (R.) for spiritual guidance. Shaykh Madani was very happy with his student and soon he ordered Sheikh-e-Bagha to return home to preach Islam.

In 1919 he returned home after completing education. His country almost 200 years under British oppression. He took a step to educate people and worked to reconstruct the country educationally. There was no environment of good education amongst the people. Muslims used to adopt the culture of foreigners as there was no practice of religion or Islamic culture & traditions (Tahajib Tamaddun) among the people. In particular, the youth were always engaged in horse racing, boating, singing and other entertainment. In 1929 he founded Bagha Gulapnogor Arabia Islamia madrasa in his village. Very soon his reputation spread all over the country and students started coming to learn from him and get guidance.

Hazrat Maulana Bashir Ahmad Sheikh e Bagha (R.) is one of the few born thinkers in the Pak-Indian subcontinent, who raised the flag of Islam in the service of Deen, made Islam victorious and became immortalized in the minds of the people.

When all kinds of torture including murder, imprisonment, oppression, etc. came down on all the anti-British soldiers including Ulama by the British Raj. During this miserable day of the

nation, the heroic Mujahid Hazrat Shaykh Bagha jumped into the caliphate movement with a revolutionary, rebellious attitude and self-confidence. He led this movement all over Bengal and Assam including Sylhet. He gave historical speeches on the nature, necessity, and preservation of caliphate in different public meetings.

He was imprisoned in 1942 for leading the ''Quit India'' movement under the slogan "Karenge Ya Marenge". The trial of false cases including various forms of torture and imprisonment by the British government could not bring any change in his strong morale, leadership and courage.

Hazrat Maulana Advocate Abdur Rakib Saheb, president of Bangladesh Nezame Islam Party, and a student of Bagha Madrasa, said: Hazrat Shaikh Bagha (R.) was a patriot. It is very difficult to find a precedent current time the people who have written the history by sacrificing their whole life for the protection of Islam. I have been fortunate to have been in his service for many days since the early fifties. Whenever I went to his service, it could be seen that he was looking for a way of progress and liberation of the country and the whole nation. Hazrat Shaikh Bagha Ra: Apart from being a high-level scholar, he was an incomparable ideological politician in the political arena. In political conversations, he seemed to be a political initiation guru. He used to advise us to show intelligence in all areas.

Once he addressed me and said - Abdur Rakib! "Ostentation is not permissible in worship, but it is permissible in politics."

After the Muslim League failed to establish the rule of Al-Quran, in 1949, the ulama started the movement again for the establishment of Islamic rule. In 1949, in order to strengthen the movement for the establishment of Islam, Shaykh Bagha (R.) led the movement leadership consisting of Hazrat Maulana Tajul Islam, Hazrat Maulana Athar Ali, Sylhet and Hazrat Maulana Syed Musleh Uddin.

In 1950, a historic Ulema Conference was held at the Sylhet Government Alia Madrasa ground under the leadership of Hazrat Maulana Suleiman Nadvi (R.) Hazrat Maulana Ehteshamul Haq Thanvi (R.) of Pakistan and other eminent ulama took part in it. Shaykh Bagha (R.) had a leading role in this too. The conference also presented a draft of a complete Islamic constitution for Pakistan.

In 1956, a general conference was held at Bagha Golapnagar Arabiya Islamia Madrasa in Sylhet, under the leadership of Maulana Bashir Ahmad Shaikh Bagha (R.) to demand the establishment of Islamic rule. Former member of Pakistan National Assembly Allama Mushahid Bayampuri, Fakhre Bangal Allama Tajul Islam, Hazrat Maulana Athar Ali Sylheti, Hazrat Maulana Lutfur Rahman Barnavi, Khatib Azam Allama Siddique Ahmed Chatragrami, Former Education Minister Mr. Ashraf Uddin Chowdhury and Maulana Ashraf Ali Dharmandli (R.) and others join the meeting.

Hazrat Shaykh Bagha was highly respected by all scholars including Hafizul Hadith Allama Abdullah Darkhasti, former Chief Minister of Pakistan Border Province Allama Mufti Mahmood and Pir Mohsin Uddin Dudu Mia.

In the political arena, he was known as one of the top leaders of All Pakistan Jamiat Ulama Islam.

He attended the three-day Jamiat Council Session held in Pakistan from 1st May to 3rd May 1968. On the first day of the session, the Central Committee of the Jamiat was formed with Hafizul Hadith Allama Abdullah as the Ameer, Hazrat Maulana Bashir Ahmad Shaikh Bagha as the Naib Ameer and Allama Mufti Mahmud Madani as the General Secretary. During his visit to Pakistan, he delivered a historic speech at a place called ''Muchi Gate'.

During the Pakistan period, he played a leading role against the "Aili Qawanin" (Muslim Family Law) issued by Field Marshal Ayub Khan.

In 1968, Ayub Khan formed a board called 'The Islamic Tahkikati Council'. Dr. Fazlur Rahman, the director of the board, published a book called 'Islam'. It contained various anti-Islamic fabrications, including recommending three daily prayers instead of the five daily ones. Then there was great anger among the devout Muslims. Scholars started a nationwide movement. Hazrat Shaikh Bagha (R.) for this movement went to different parts of both of the Pakistan and played a leading role in building mass protest through rallies.

A historic rally was held at the Sylhet Registry Ground on Friday, August 23, 1986, under the leadership of Shaikh Baghar to demand confiscation of the book titled 'Islam' by the insidious Dr. Fazlur Rahman. National leaders including Allama Mushahid Bayampuri, Maulana Abdul Latif Fultali, Leader of Opposition in Pakistan National Assembly, eminent parliamentarian Maulvi Farid Ahmed, Maulana Badrul Alam, Maulana Musleh Uddin and eminent parliamentarian Syed Kamrul Hasan spoke on the occasion. Seeing the jihadi attitude of the people after listening to the historic speech of Shaykh Bagha at the rally, Mr. Farid Ahmed said, ''by today's speech of Hazrat Shaikh Baghar, Dr. Fazlur Rahman will be forced to leave the country and Ayub Khan will also fall, Insha Allah.''

Among his notable students are, Shaykhul Hadith Noor Uddin Gohorpuri, Shaykh Ameen Uddin Katia, Sheikh Nurul Haque Dormondoli, Maulana Saleh Ahmed, principal Bagha Gulapnogor Arabia Islamia Madrasa, Maulana Masud Ahmed, Saykhul Hadith Golmukapon Madrasa, Sylhet, Maulana Abdul Jalil, Saykhul Hadith Deolgram Madrasa, Maulana Abdur Rahman, Sadrul Mudarriseen Fulbari Aziria Madrasa, Maulana Mahmud Ali, Muhaddis Hamid Nogor, Boruna Madrasa, Maulana Advocate Abdur Rakib, Chairman, Bangladesh Nezam-I-Islami Party, Maulana Hilal Ahmed, Muhaddith Dhaka Dakshin Husainia Madrasa, Maulana Abdul Wahid Shaykhe Turugau, principal Bagha Gulapnogor Arabia Islamia Madrasa, Maulana Akbar Ali, founder Kalakuna Hafizia Islamia Madrasa, Maulana Ataur Rahman, principal Radhanogor Madrasa, Maulana Akbar Ali, principal Kamrupdalong Madrasa, Maulana Arif Uddin, Parkul Madrasa, Maulana Mufti Abdus Subhan, principal Jawa Darul Uloom Madrasa, Maulana Abdul Hannan, Shaykhul Hadith, Hasnabad Madrasa, Maulana Mufti Ala Uddin, Jahanpur, Sunamgonj.

Most of the content was collected from a book titled 'Shaykhe Baghar Jibon Kotha' by Mahbub Ahmed. Published, October 2000. Published by Shaykhe Bagha Sriti Songshod.

Hussain Ahmed
Chief Editor: The Global Affairs

Sheikh-e-Bagha Info Desk
শায়খে-এ-বাঘা ইনফো ডেস্ক

Are you ready to take your business to the next level with a mobile APP?

- Provide more value to your customers.
- Connect with your customers fast and easy.
- Improve customer loyalty.
- Have a competitive edge in your niche.

Launch your very own mobile APP
& grow your business.

SignSoft

Enquire Now!

020 3239 3237
info@signsoft.co.uk
www.signsoft.co.uk

LMC Business Wing (2nd Floor)
38-44 Whitechapel Road, London E1 1JX

simple reason

HELP SERVE & EDUCATE

MOSQUITO NET

£5 WILL PROTECT A WHOLE FAMILY

We have made it our mission to provide mosquito nets for every single person we can reach out to. We want to continue to supply mosquito nets to the poorest communities, refugees and pregnant women who are at the highest risk of contracting Malaria and Dengue fever

LLOYDS BANK
SC: 30-90-89
AC: 40182668
CHARITY REG NO. 1188243

0203 877 0852 www.simplereason.org Charity reg: 1188243

CAPSTONE
ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS

Need an ACCOUNTANT who understands your business ?

Then look no further!!

- Significant experience of providing service in the **RESTAURANT CATERING** and **MEDICAL LOCUM** sector
- Discounted fees for **CAB DRIVERS**
- No initial consultation fees and no hidden charges
- Tailor a package to suit your needs- all for an agreed fixed fee!

Let us take the stress out of your financial paperwork and tax matters, allowing you to concentrate on what you do best. With an experienced, reliable and friendly service we are here to support you.

Our Services

- Statutory Accounts & Audit
- Sole Trader & Partnership Accounts
- Management Accounts
- Financial & Investment Advice
- Business Plan & Projections
- Payroll (RTI)
- Self Assessment Tax Returns
- Capital Gain Tax
- Corporation Tax Returns
- VAT Returns

Call us today on 020 3490 6705, 07944 286 718

Or Email- info@capstoneaccountants.co.uk

Or Visit to- www.capstoneaccountants.co.uk

110 Greatorex Business Centre, 8-10 Greatorex Street, London E1 5NF

ENROLLING NOW

Madina Masjid

PRESENTS

CHILDREN'S WEEKEND MADRASA

LEARN | PRACTICE | PROPAGATE

COURSES:

HIFZ
QURAN WITH TAJWEED
QAAIDAH

ISLAMIC STUDIES
DUAS
ARABIC LANGUAGE

- DBS CHECKED STAFF
- SMALL CLASS SIZES
- AGE 5+

	SESSION 1	SESSION 2
START	9:45AM	12:00PM
FINISH	11:45AM	2:00PM

MADINA JAME MASJID

248 WESTFERRY ROAD | ISLE OF DOGS | E14 3AG

REGISTER NOW:

07533310028 07852872710

WWW.MADINAMADRASA.CO.UK

WEEKENDMADRASA@MADINAMASJIDDOCKLANDS.ORG.UK

SIRAAT MEDIA

KINGS TUITION CENTRE

MATHS, SCIENCE AND ENGLISH TUITION CENTRE IN KINGS CROSS

KS1-KS3 AND GCSE

- 11+
- ENGLISH
- SCIENCE
- MATHS

From £5/h

www.kingstuition.com

07312266339

5 Hamden Close
London NW1 1HW

£20 PER MONTH

دار القرآن لندن
DARUL QURAN LONDON

ARABIC LANGUAGE COURSE

Now Open for Registration!

Saturdays at
09.30 am - 12.30 pm

- READING
- WRITING
- SPEAKING
- LISTENING

07312266339

Taught by:
Ustadh Abdul Karim Al Madani
Graduated From: Madina University, Saudi Arabia

5 HAMDEN CLOSE
KING'S CROSS
LONDON-NW1 1HW

দ্যা রুম হোয়ার ইট হ্যাপেনড
মূল বই: জন বোল্টন
বুক রিভিউ: হোসাইন আহমদ

উইটনেস টু হরর
অনুবাদ: হোসাইন আহমদ

জেনোসাইড ইন মায়ানমার
কুইন মেরী ইউনিভার্সিটির গবেষণা
অনুবাদ: হোসাইন আহমদ

ইসলামের চিন্তা ও একদল ভুল মানুষ
মূল বই: শহীদ আব্দুল কাদির আওদাহ
অনুবাদ: হোসাইন আহমদ

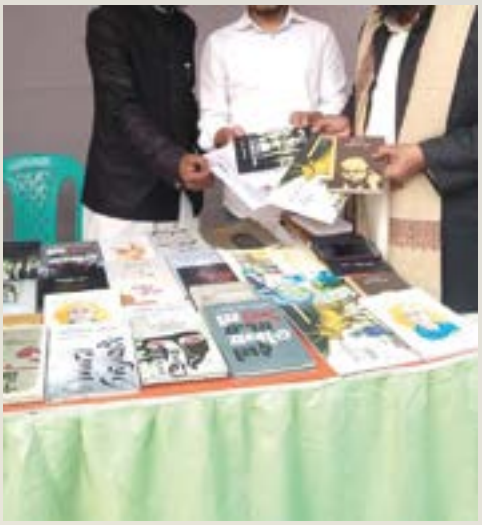

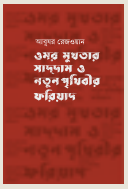

ওমর মুখতার, সাদদাম
ও নতুন পৃথিবীর ফরিয়াদ

হ্যান্টিংটনের ভুত

খেলাফত ও সাম্রাজ্যবাদ

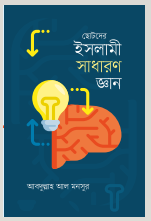

ইসলামি সাধারণ জ্ঞান

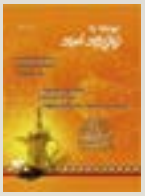

আল-আহরার ম্যাগাজিন

স্বঘোষিত খোদা

যোগাযোগঃ হোসাইন আহমদ
Whatsapp :+447840086856
Email: 83hahmed@gmail.com
editor.ahrarpublishers@gmail.com

S.A Xpress

Service Matters

Study in the UK

USA

Newzealand

Canda

Our Services:

- One to one Consultation
- Course Selection Support
- Scholarship Support
- CAS interview preparation
- UK Visa Application Support
- UKVI Interview Preparation
- Travelling Guideline
- Financial Fund Support
- A-Z free Service for the UK

Worldwide Money Exchanges

+447581211846

www.saxpress.co.uk

5 Edgefield Ave, Barking IG11 9JP

Mobile:07581211846

UK registered Company No-09804811

simple reason

HELP. SERVE. EDUCATE

Qurbani 2022

Fulfil your Qurbani with Simple Reason

Small	Large	⅐ Share
£120	£520	£75

'Whoever offers a sacrifice after the (Eid) prayer, has completed his rituals (of Qurbani) and has succeeded in following the way of the Muslims.'

LLOYDS BANK
SC: 30-90-89
AC: 40182668
CHARITY REG NO. 1188243

DONATE NOW GIVE HOPE

www.simplereason.org

Ramadan Appeal 2022

Lloyds Bank 30-90-89 40182668

www.simplereason.org
info@simplereason.org
02038770852

Charity Reg No: 1188243
Company No: 11781697
9 Castalia Squar London E14 3PQ

JKN INSTITUTE

To #Imanspire and Enrich Lives

The Weekly TAFSĪR

EVERY WEDNESDAY @ 7.15PM

JOIN US IN PERSON AT OUR

CLIFTON STREET CAMPUS

OPEN TO
BROTHERS & SISTERS
ALL CHILDREN UNDER 10 ARE WELCOME

JKN INSTITUTE HEAD OFFICE:
118 Manningham Lane, Bradford,
West Yorkshire,BD8 7JF, England, UK

Office Opening Times:
Monday-Friday
Time: 10:00am-4:00pm

Bookshop Opening Hours
Monday-Sunday
Time: 10:00am-7:00pm

Office Telephone: 01274 308456

Email: info@jkn.org.uk

JKN Institute – Clifton Street
Bradford, West Yorkshire BD87DA United Kingdom
Phone:01274 488593

simple reason
HELP. SERVE. EDUCATE

DATES FOR MASJIDS

LLOYDS BANK
SC: 30-90-89
AC: 40182668
Charity reg no. 1188243

www.simplereason.org

02038770852

SHAH EXCLUSIVE

ISLAMIC LIFESTYLE STORE

shah
EXCLUSIVE

0208 590 0000

0787 738 5733

675 High Road, Seven Kings, Ilford, IG3 8RQ

shahexclusive.co.uk

shahexclusive@hotmail.com

সিলেটের বিখ্যাত ফিজা এন্ড কোং এর সামগ্রী এখন UK -তে পাওয়া যাচ্ছে।
আপনার আশে পাশের দোকানে-ই পাওয়া যাচ্ছে।

Fiza & co:

London Offica:
email: fizaco@outlook.com
www.fiza.co.bd

For Trade Enquiry: 07957 564770

Hasan Food

* **Food Item**
* **Stationary**
* **Footwear**

AHC LONDON LTD
Unit k abbey wharf
Kingsbridge road Barking, IG110BD
Telephone: 02085942272
Mobile: 07957564770
alihasanchy@hotmail.co.uk
Bank

AHC LONDON LIMITED T/A HASAN FOOD

FOR TRADE ENQUIRY: 07957 564770

BASHIR AHMED SHEIKH E BAGHA MASJID COMPLEX

Sylhet City Centre Bangladesh

simple reason
HELP. SERVE .EDUCATE

- Ideal Masjid (Arrangement of prayers for men and women.)
- Dawah Press and Media Centre.
- Family Counselling, Ruqiyah.
- Fatwa and Consultation Hotline.
- Library and Research Centre.
- Islamic classes. (Maktab, Hifz, Arabic language, and various short courses etc.)
- Visiting arrangements of great Islamic scholars from around the world
- Expatriate Community Development and Help Centre.
- Journalism Training
- Free medical services.
- Parking, lift & all modern facility

Become part of this great initiative: Life Membership £1000

For More information and subscription
Please contact:

HUSSAIN AHMED
Grandson, Sheikh e Bagha (R.)
Founder & Trustee: Simple Reason

Donation:
Bank Details: Simple Reason 30-90-89 40182668
Reference: Sheikh e Bagha
Lifetime membership one off: £1000
2 years standing order £10 Per week

Simple Reason
9 Castalia Square, London E14 3PQ
0203 877 0852
info@simplereason.org
www.simplereason.org
UK charity registration no: 1188243

ZAKAT AND FITRAH

Donate your Zakat to Simple Reason we will make sure it reaches those who need it the mos, and eligible for Zakat in Bangladesh

food
clothes
shelter

£5 fitrah

LLOYDS BANK
SC: 30-90-89
AC: 40182668

0203 877 0852

www.simplereason.org

DONATE NOW GIVE HOPE

Charity reg no. 1188243